জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রয়াত অভিনেত্রী

৯৮ বছরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কামিনী কৌশল। বহুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। শুক্রবার নিজের বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন

বাড়বে তাপমাত্রা

শনিবার পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে আবহাওয়া। রবিবার থেকে সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। অবাধে প্রবেশ পশ্চিমি শীতল হাওয়ার। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ও উপকূল সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশা বেশি

২০২৬-এর মার্চেই ডব্লুবিসিএস পরীক্ষা, জারি করা হল বিজ্ঞপ্তি

রবিবারও বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, বিকল্প পথে যাতায়াত

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭০ ● ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২৮ কার্তিক ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 170 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 15 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এসআইআর আতঙ্কে শিবিরেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু বৃদ্ধের

ফের আত্মঘাতী আরও ২

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে শুক্রবার তিন মৃত্যু বাংলায়। ধান্দাবাজ বিজেপি আর তার 'দালাল' নির্বাচন কমিশনের দেখানো জুজু এসআইআর-এর আতঙ্কে একদিকে আত্মহত্যা করলেন জলপাইগুড়ির যুবক। অন্যদিকে শিলিগুড়িতেও আত্মঘাতী এক প্রৌঢ়। এসআইআর-এ নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা এবং বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার আতঙ্ক থেকেই জলপাইগুড়ি সাতকুড়া এলাকায় চা-বাগানে একটি গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন কমলা রায় (৫২) নামে এক ব্যক্তি। অন্যদিকে, মেয়ের নামে এনুমারেশন ফর্ম না পেয়ে কয়েকদিন ধরেই আতঙ্কে ভুগছিলেন শিলিগুড়ির আমবাড়ির প্রৌঢ় বাসিন্দা ভুবনচন্দ্র রায়। বৃহস্পতিবার রাত থেকে নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশের একটি মাঠে গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি, এসআইআর-আতঙ্কেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই প্রৌঢ়। ভুবনবাবুর মৃত্যুর খবর

ক্ষমা করবে না বাংলা

পেয়েই তাঁর বাড়িতে ছুটে যান রাজগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। আশ্বাস দেন পরিবারের পাশে থাকার। অন্যদিকে বীরভূমের মুরারইতে কার্তিকচন্দ্র লেট (৬৫) শুক্রবার সকালে এনুমারেশন ফর্ম তুলে আনার পরই অসুস্থ বোধ করেন। হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বখতিয়ার হোসেন বলেন, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই কার্তিকবাবু চিন্তিত ছিলেন। যদি সঠিক কাগজ না দিতে পারেন তাহলে হয়তো শেষ জীবনে তাঁকে পরিবার ছাড়া হতে হবে। এই ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। এদিন ফর্ম পূরণের সময় সেই কথাই বারবার বলছিলেন। তারপরেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু।

এসআইআর নিয়ে বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন যেভাবে বাংলা জুড়ে ভয় ও বিভাজনের রাজনীতি শুরু করেছে, এই মৃত্যু তারই প্রতিফলন। তৃণমূল কংগ্রেস এই নোংরা রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছে। দলের সাফ বক্তব্য, এসআইআর-আতঙ্কে বাংলায় পরপর মৃত্যু প্রমাণ করছে, বিজেপির এসআইআর বাংলায় ভোটাধিকার নয়, মানুষকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিচ্ছে! বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি ক্ষমা করবে না বাংলার মানুষ!

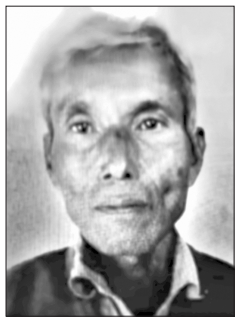

এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী ভুবনচন্দ্র রায়। পাশে শোকসন্তপ্ত পরিবার। ডানদিকে মৃত কমলা রায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আধো

অহর্নিশ এর
আরুষি আলোকে
বজ্র ব্রহ্ম ধমক
অমোঘে কুর্নিশে
সুভাষ সতীর্থে
কালাজানির জমক।

তুখোর দুখোরে
আম্রলি শুক্লপক্ষ
সাধ্য সাধনায় বেলা,
অঙ্ক কঙ্ক শঙ্খবেলায়
সজারু-কাঁটারু
দুর্বার খেলামেলা।

আতঙ্কে আত্মঘাতীদের পরিবারের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিরা

জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রামের নরেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া গোপ-সহ নেতৃত্ব।

মুর্শিদাবাদে মৃত মোহন শেখ ও ইজরায়েল মোল্লার পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

২০২৬-এ আবার মুখ্যমন্ত্রী নেত্রীই

বিহার ও বাংলা আলাদা কোনও প্রভাবের প্রশ্ন নেই

প্রতিবেদন : বিহারের নির্বাচনী ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না। বাংলায় জিতবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন। বিজেপিকে সোজাসাপ্টা জবাব তৃণমূলের। দলের স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলার মানুষের কাজ বন্ধ করে, ভাতে মেরে, বাংলাবিদ্বেষী হয়ে, পরিযায়ী শ্রমিকদের যন্ত্রণা দিয়ে বাংলা জয় করা যায় না। বাংলার মানুষ বিজেপিকে ঘৃণা করে। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মোদিকে তীব্র কটাক্ষে বলেন, বিজেপি নাকি বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার মতো বয়ে আসবে! এত উৎসাহ এবং এবং দুঃস্বপ্ন কোনওটাই ভাল নয়। চন্দ্রিমা মনে করিয়ে দেন, আপনি বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছেন। ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছেন না, আরও বাংলার যা প্রাপ্য সেগুলিও দিচ্ছেন না। বিশেষ করে মহিলারা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০২৬-এ বাংলার মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়ে বুঝিয়ে দেবেন কীভাবে এই অপমানের জবাব দিতে হয়।

দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিহার নিয়ে অতি উৎসাহে বাংলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের মন্তব্য করেছেন, জেনে রেখে দিন সেগুড়ে বালি। বিজেপি বাংলা জয় করবে— এই কথাটার মানে কী জানেন? কুঁজোরও শখ হয় চিত হয়ে শোয়ার। (এরপর ১২ পাতায়)

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শশী পাঁজা।

রাজ্যের উদ্যোগে এবার পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর

প্রতিবেদন : কলকাতার পাশাপাশি অণ্ডাল ও বাগডোগরা বিমানবন্দরে বাণিজ্যিক বিমান ওঠা-নামা করে। কোচবিহারেও রয়েছে বিমানবন্দর। সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে পুরুলিয়াও। শহর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে ছররাতে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর। সৌজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকার। ২০১৭ সালে এখানে বিমানবন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরি পরিস্থিতিতে বিমান ওঠানামার জন্য পুরুলিয়া মফস্বল থানার এই ছররাতে এয়ার স্ট্রিপ তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত। (এরপর ১০ পাতায়)

ঘটনাস্থলে বিশেষজ্ঞ কমিটি। ডানদিকে, পরিত্যক্ত এয়ার স্ট্রিপ। যা নতুনভাবে তৈরি হবে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 November, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২০ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫-২০২০) এদিন সংসার সীমান্ত ছেড়ে তিন ভুবনের পারে পাড়ি জমালেন। তিনি শুধু বাংলা ছবির মহাতারকা ছিলেন না, ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার-বাচিকশিল্পী-কবি-চিত্রকরও। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজের সুবাদে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সৌমিত্র। তাঁর পরিচালনায় মোট ১৪টি ছবিতে কাজ করেছেন সৌমিত্র। লিজিয়ঁ অফ অনার, দাদাসাহেব ফালকে, বঙ্গভূষণ, পদ্মভূষণ এবং জাতীয়স্তরে আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। নাহ্, উত্তমকুমার হয়ে ওঠেননি তিনি। অন্য বহু তারকার মতো

টলিউডের কমার্শিয়াল ছবিতে দাপিয়ে কাজ করেছেন এমনও নয়। তাঁর একমাত্র সম্পদ 'অ্যাকাডেমিক ইনটেলিজেন্স'। অভিনয়ে বুদ্ধির সংযত ঝলক। আর সেই হাতিয়ার সম্বল করেই কখনও তিনি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' আবার কখনও সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষচন্দ্র মিত্র। 'ময়ূরবাহন' থেকে 'ময়ূরাক্ষী'। 'ক্ষিদ্দা' থেকে 'উদয়ন পণ্ডিত'। বাঙালি তাঁকে ঘিরে সব আশা দু'হাত ভরে মিটিয়েছে।

১৮৭৫ বিরসা মুণ্ডা (১৮৭৫-১৯০০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উলগুলানের নায়ক তিনি। ব্রিটিশ ভারতের ছোটনাগপুরের সিংভূম, রাঁচি, পালামৌ জেলাগুলোয় মুণ্ডা-সহ অন্য আদিবাসীদের ঘনবসতি ছিল। ইংরেজদের হাতের মুঠো থেকে দেশমাকে স্বাধীন করার জন্যে বন্দুকের সামনে তির-ধনুক নিয়ে লড়াই করতে নেমে পড়েছিলেন বীর যোদ্ধা বিরসা মুণ্ডা। তাঁকে নিয়ে আজও মুণ্ডারা গান গায়— 'হে ধরতি আবা! জন্ম তোমার চালকাদেতে ভাদ্র মাসে/ অন্ধজনের চোখ মিলল ভাদ্র মাসে/ চলো যাই ধরতি আবাকে দেখি/ এ বড়ো আনন্দ হে, তাঁকে প্রণাম করি/ আমাদের শত্রুদের তিনি হারিয়ে দিবেন ভাদ্র মাসে।' 'মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন।' সেই অভিশপ্ত জীবন অতিক্রম করে মুণ্ডা বিরসা ঊর্ধ্ব গগনে মাদল বাজাতে চেয়েছেন; এবং বাজিয়েছেন। তিনি আদেশ শুনেছেন, যাত্রা করো, 'যাত্রা করো যাত্রীদল/ উঠেছে আদেশ।' বিরসা জানতেন তাঁকে একদিন লেখাপড়া শিখতে হবে। দিকুদের ভাষা শিখলে তবে ও দিকুদের হাত থেকে জমি-বাড়ি ছাড়াতে পারবেন। পঁচিশ বছরের যুবক বিরসা তাই সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে অরণ্যের অধিকার চেয়েছিলেন।

১৯২৩ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) এদিন প্রয়াত হন। কর্মজীবনের প্রথমে সরকারি চাকরি, তারপর অধ্যাপনা, এরপর সংবাদপত্র সম্পাদনা শুরু করেন। 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'স্বরাজ', 'নারায়ণ', 'নায়ক', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পাদনার কাজে কিংবা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দি কাগজ 'কলিকাতা সমাচার' ও 'ভারতমিত্রে'র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১৮৫৬ মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) এদিন প্রয়াত হন। ভারতে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ তাঁর হাতে। ১৮৩৬-এর ১০ জানুয়ারি এ-কাজ করেন তিনি। জাতধর্ম না জেনে মৃতদেহ ছোঁয়া এবং কাটাকুটির জন্য জাতিচ্যুত করা হয় মধুসূদনকে। কিন্তু দমানো যায়নি তাঁকে। তথ্য বলছে, ১৮৩৭ সালে ৬০টি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ হয় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। মধুসূদন ১৮৪৯-এ 'লন্ডন ফার্মাকোপিয়া' এবং 'অ্যানাটমিস্ট'স ভাদি মেকাম'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮৫২-তে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা শ্রেণি খোলা হলে তার সুপারিনটেন্ডেন্ট হন তিনি। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয় 'অ্যানাটমি' নামে তাঁর অমূল্য গ্রন্থ।

১৯৮৭ শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৯৮৭) এদিন সুরলোকে পাড়ি দিলেন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়কদের অন্যতম। তাঁর অনেক গান আজও বাঙালি শ্রোতাদের কাছে আদৃত। তাঁর সুর করা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে 'দেয়া নেয়া' ছাড়াও আছে 'আনন্দ আশ্রম', 'অমানুষ'-এর মতো ছবি। তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার। প্রথম প্লে ব্যাক গায়ক হিসেবে ১৯৪৮ সালে 'সুনন্দার বিয়ে'তে সাড়া ফেলেন।

১৯৭০ কালীপদ পাঠক (১৮৯০-১৯৭০) এদিন প্রয়াত হন। প্রধানত টপ্পা গায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও ধ্রুপদও ভাল গাইতেন। যাত্রা গায়ক হিসেবে সঙ্গীত জীবনের শুরু। মাত্র দু'খানি গানের রেকর্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৪ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৫৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৬১৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৬১৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৯৪	৮৮.২১
ইউরো	১০৫.০৫	১০২.৭৯
পাউন্ড	১১৮.৮৯	১১৬.০৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ সৃজিত মুখোপাধ্যায়

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তথা পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষ ও জেলা তৃণমূল যুব সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫৭

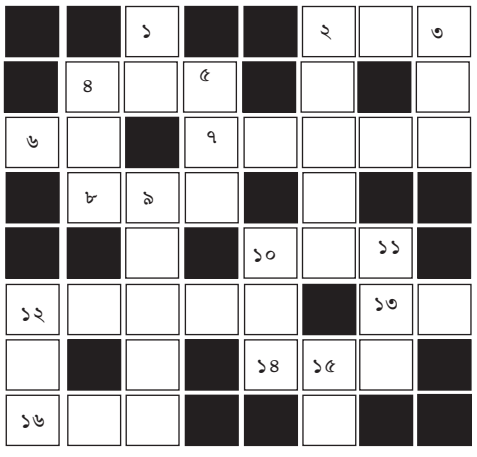

পাশাপাশি : ২. কলাগাছ ৪. খানা বা ডোবা ৬. দশনামী সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকবিশেষ ৭. শরত্যাগ ৮. শুল্ক, রাজস্ব ১০. দুঃখহীন ১২. ইয়ারকি, ফাজলামি ১৩. টাকা ১৪. মাছ ধরার ছিপের সুতোয় বাঁধা শোলার বা পাটের কাঠি ১৬. বালা।

উপর-নিচ : ১. চূড়া ২. মেয়ে। দুহিতা ৩. অমান্য করা ৪. গড়খাই ৫. স্ত্রীলোকের কটিভূষণ ৯. বর্ষাকাল ১০. বরাদ্দ বৃত্তি বা ভরণপোষণ ১১. ব্যাপার ১২. শ্রীকৃষ্ণ, কেশব ১৫. বীণা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫৬ : পাশাপাশি : ১. বইঠা ৩.মনোমদ ৫. রচনাপদ্ধতি ৭. সওদা ৮. লাগেজ ১০. আইনকানুন ১২. পরিমেল ১৩. রসালো। **উপর-নিচ:** ১. বনবাস ২. ঠাকুরদালান ৩. মসিনা ৪. দম্পতি ৬. পয়লানম্বর ৯. জমকালো ১০. আনুপ ১১. কাহিল।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বহুতল আবাসন থেকে পড়ে মৃত্যু সল্টলেকের সুকান্তনগরে। মৃতের নাম পাঁচু মণ্ডল। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের

আমার শহর

15 November, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৫ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবসে জওহরলাল নেহরু রোড ও পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে তাঁর মর্মর মূর্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরিষদীয় বিষয়ক ও কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

প্রয়াত জননেতা অজিত পাঁজার ১৭তম প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ডাঃ শশী পাঁজা ও পূজা পাঁজা।

ডব্লুবিসিএস ২০২৬ : আবেদন করা যাবে ১৮ নভেম্বর থেকে

প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল ডব্লুবিসিএস-এর পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ এই পরীক্ষা হতে পারে। তবে এখনও চূড়ান্ত দিনক্ষণ জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর ডব্লুবিসিএস-এর প্রিলিমস পরীক্ষা হয়েছিল। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ১৮ নভেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু হবে। ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৩টে পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। আবেদন করার ফি ওই দিনের মধ্যেই জমা দিতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়ায় কিছু সংশোধন করার থাকলে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা করা যাবে। জেনারেল এবং ওবিসি ক্যাটিগরির আবেদনকারীদের ২১০ টাকা ফি জমা দিতে হবে। এরাজ্যের এসসি, এসটি এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের কোনও ফি লাগবে না।

কাজের তাগিদে অন্যত্র ছুটলেই ওরা চেঁচাচ্ছে, এই তো বাংলাদেশি

প্রতিবেদন : পেশায় শ্রমিক। পেটের দায়ে তাঁরা নানা জায়গায় ছোটেন। কাজের তাগিদে অন্যত্র গেলেই একশ্রেণির মিডিয়া চিৎকার করে ওঠে, ওই তো বাংলাদেশি। এসআইআর আতঙ্কে পালিয়েছে বাংলাদেশে। গদ্দার অধিকারী যে সুরে কথা বলছেন, তা-ই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একাংশ গণমাধ্যমে। সংখ্যালঘু মুসলিমদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি তকমা। কিন্তু এসআইআরে শুধু মুসলিমরাই টার্গেট নয়, এটি দরিদ্র, দলিত, আদিবাসীদেরও অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র। বিজেপি নেতাদের পাশাপাশি একশ্রেণির মিডিয়ার এই মিথ্যাচারে ক্ষুব্ধ বাংলার জনতা। তারা জোট বাঁধছে, বিজেপিকে মোক্ষম জবাব দেবে সময় এলেই।

সম্প্রতি সল্টলেকের ঝুপড়িতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এক যুবককে সরু গলির মধ্য দিয়ে দৌড়াতে দেখা যায়, ক্যামেরা হাতে সাংবাদিকদের একটি দল তাঁকে ধাওয়া করে। যিনি দৌড়াচ্ছিলেন তাঁর নাম রফিকুল সর্দার। একজন দিনমজুর। তাঁর বাবা-মা এবং পরিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-১ ব্লকের দোসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁদের নাম

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রফিকুল সর্দারের পরিবার।

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে। জনৈক রফিকুলকে মিডিয়ার প্রশ্ন, তুমি বাংলাদেশি, তুমি এখানে কী করছ? দলে দলে মিডিয়ার প্রতিনিধিরা আসতে থাকে। আধার ও ভোটার আইডি দেখানোর পরেও তাঁরা থামেননি। তারপরই তাঁদের হাত থেকে বাঁচার জন্য রফিকুল পালানোর চেষ্টা করেন। এরপরই গণমাধ্যমের একাংশ বিকৃত করে সংবাদ পরিবেশন করে। রফিকুলকে 'পলাতক বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বাধ্য হয়েই আইনের দ্বারস্থ হন রফিকুল। এভাবেই গণমাধ্যমের একটি অংশ বিজেপির ঘৃণা ও বিভাজনের অ্যাজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন, গণমাধ্যম কর্মীদের কি নাগরিকের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার অথবা শুধুমাত্র চেহারা বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে কাউকে তাড়া করার অধিকার আছে? বিজেপি রাজ্যজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। তাঁদের বিভাজনের রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সম্প্রতি গদ্দার অধিকারী সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন, এসআইআর কার্যক্রম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বাংলাদেশি'রা কলকাতার বস্তি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। পরে সেই সংবাদ একটি গণমাধ্যম থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয় এবং জানানো হয়, এটি ভুল সংবাদ। কিন্তু বিজেপির নেতারা বাংলাদেশি তকমা চাপিয়ে দেওয়ার খেলা চালিয়েই যাচ্ছে। মানুষও জোট বাঁধছে তাদের গণতান্ত্রিক উপায়ে জবাব দিতে।

ফের রবিবার বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু

প্রতিবেদন: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার আবার বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। বিকল্পপথে যান চলাচলের বিজ্ঞপ্তি দিল কলকাতা পুলিশ। রবিবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে যান চলাচল। লালবাজারে তরফে জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এজেসি রোড থেকে যে গাড়িগুলো আসবে সেগুলোকে টার্ফ ভিউ থেকে গ্রেড রোড-হেস্টিংস ক্রসিং হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওই গাড়িগুলিকে হাওড়া ব্রিজ বা খিদিরপুরের দিকে

বিকল্প পথে চলবে যান

কেপি রোড ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খিদিরপুর-সিজিআর রোড থেকে সেতুর দিকে যাওয়া সব গাড়িকে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে বাঁদিক দিয়ে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড-স্ট্র্যান্ড রোড-হাওড়া ব্রিজ রুটে পাঠানো হবে। হেস্টিংস, সিজিআর রোড, স্ট্র্যান্ড রোড-সহ গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে যাতায়াত মসৃণ করার জন্য।

টালিগঞ্জের ৯৭ নং ওয়ার্ডে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় নেহরু কলোনি মাঠের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ, বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ও বরো ১০-এর চেয়ারম্যান জুঁই বিশ্বাস। শুক্রবার।

খরচ ৮ কোটি, ৪০ কিমি রাস্তায় কেবল ডাক্ট বসাবে পুরসভা

মার্চের মধ্যে ১০ রাস্তা থেকে উধাও তার-জট

প্রতিবেদন : রাস্তার ধারে এক বাতিস্তম্ভ থেকে অন্যের গায়ে, এপার থেকে ওপারে মাথার উপর তাকালেই তারের জটলা। বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে কেবল টিভি-টেলিফোন-ইন্টারনেটের তারের জটলায় যেন মাকড়সার জাল! এর জন্য কলকাতার মতো ঐতিহ্যবাহী ও পর্যটকবান্ধব শহরের সৌন্দর্য তো নষ্ট হয়ই, সমস্যা হয় নাগরিক পরিষেবাতেও। তাই শহরকে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সৌন্দর্যায়নে জোর দিতে বছরখানেক ধরেই উদ্যোগী হয়ে কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। দফায় দফায় সেই তারের জঞ্জাল সরিয়ে ফুটপাথের নিচে কেবল ডাক্ট বসাচ্ছে পুর-কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই শহরের ৩০ কিলোমিটার রাস্তায় বা ফুটপাথের নিচে ডাক্ট বসিয়ে মাথার উপর থেকে তারের জটলা সরানো হয়েছে। এবার শহরের আরও ৪০ কিলোমিটার রাস্তাকে তারের জঞ্জালমুক্ত করার কাজ শুরু করছে পুরসভা। চলতি অর্থবর্ষ শেষের আগেই তিলোত্তমার আরও ১০টি রাস্তায় মাথার উপর থেকে উধাও হবে এই তারের সাম্রাজ্য।

কিছুদিন আগেই বড়বাজারে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে রাস্তার ধারে তারের জঞ্জাল নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই এই কাজে ফের তৎপরতা বাড়িয়েছে কলকাতা পুরসভা। সোমবার সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন পুর-কমিশনার সুমিত গুপ্তা। পুর-কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, মার্চের মধ্যে আরও ৪০ কিমি পথে এই কাজ সেরে ফেলার টার্গেট নেওয়া হচ্ছে। ইলেকট্রিক, ইন্টারনেট ও কেবল তারের সঙ্গে পুরসভা চাইছে ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে শুরু করে পুলিশের সিসি ক্যামেরার তারও যেন এই কেবল ডাক্টের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পুরসভার তরফে এই নিয়ে লালবাজারকে শীঘ্রই চিঠি দেওয়া হবে।

পুরসূত্রে খবর, প্রথমবার হরিশ মুখার্জি রোডে এই কাজ হয়েছিল। দু'দিকের ফুটপাথ মিলিয়ে ৩-৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে কেবল ডাক্টের পাইপলাইন পাতা হয়েছে। তারপর ধাপে ধাপে আরও পাঁচটি রাস্তায় এই কাজ হয়েছে। সব মিলিয়ে দু'দফায় ৩০ কিমি অংশে ডাক্ট বসানো হয়েছে। এবার নতুন করে ১০টি রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে হাজরা রোড, এসপি মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, শেক্সপিয়র সরণি, ক্যামাক স্ট্রিট, জওহরলাল নেহরু রোড, পার্ক স্ট্রিট, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, চৌরঙ্গী রোড এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউ। ধাপে ধাপে শহরের ১৬০ কিমি রাস্তায় কেবল ডাক্ট বসানো হবে। প্রথম দুই ধাপে ৩০ কিমি রাস্তায় এই কাজের জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এবার খরচের পরিমাণ ৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

15 November, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলার জবাব

বিহারের প্রভাব বাংলায় পড়বে বলে যে বিজেপি নেতারা লম্পঝম্প করছেন, তাঁরা জেনে রাখুন তাঁদের রাজনৈতিক বোধ-বুদ্ধি নিয়ে বাংলার মানুষ বক্রহাসি হাসতে আরম্ভ করেছেন। ২০১৯, ২০২১ কিংবা ২০২৪— শত চেষ্টা করেও বাংলায় কিছুতেই দাঁত ফোটাতে পারেনি বিজেপি। কেন পারেনি? শুধু হাওয়ায় কথা উড়িয়ে দিলেই তো হল না, যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য দিতে হয়। বিশ্বাসযোগ্য কথা না বললে মানুষ তা গ্রহণ করেন না। বিজেপির প্রতি বাংলার মানুষের ক্ষোভ প্রথম তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে। অন্যায়ভাবে বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাসের টাকা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ আটকে রাখা হয়েছে। বিজেপির এত বড় ঔদ্ধত্য যে, কোর্টের কড়া নির্দেশের পরেও ১০০ দিনের টাকা না দেওয়ার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কিন্তু সেই টাকা দিচ্ছে বাংলার তহবিল থেকে। কেন? বাংলা থেকে জিএসটির টাকা নিয়ে যাবে আর বাংলাকে তার প্রাপ্য দেবে না, সংবিধানকে অস্বীকার করবে, এ-জিনিস চলতে পারে না। বাংলার মানুষ বাইরে কাজ করতে যাচ্ছেন। তাঁদের গায়ে বাংলাদেশি লেবেল দিয়ে খুন করা হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে। এই প্রাদেশিক গুন্ডামি মানুষ দেখছেন। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ চলছে। জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করে মিথ্যাচার চলছে। রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র লড়াই বাধানোর চেষ্টা চলছে। মনীষীদের অপমান সহ্য করা হবে না। সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। বিএসএফ দর্শকের ভূমিকায়। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে। মানুষ সত্যটা জানেন। ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষে-মানুষে লড়াই বাধানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বঙ্গ বিজেপির ছোট-বড় নেতা। বাংলা সব ধর্মের মানুষের বাসস্থানের শ্রেষ্ঠ জায়গা। এখানে যারা বিভেদের আগুন লাগাতে যাবে তারা সেই আগুনে পুড়ে ছারখার হবে। এসআইআর নিয়ে নাম বাদ দেওয়ার রাজনীতিও বাংলার মানুষ রুখে দেবেন। বাংলার লড়াই আলাদা। ছাব্বিশের ভোটে মানুষ ইভিএমে জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

ক্রনোলজিটা কি বুঝতে পারলেন মোদি-শাহ?

মহামতি গোখলে বলেছিলেন, ‘‘বাংলা আজ যা ভাবে, গোটা ভারত ভাবে আগামী কাল।’’ বিহারের ভোটের ফল ঘোষণা হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে, দিদি যা ভাবেন, গোটা ভারত তা ভাবে পরদিন। বাংলার মাটিতে নারী সশক্তিকরণের জন্য যে অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নীতীশ কুমার এবং বিজেপিকে এযাত্রায় বাঁচিয়ে দিল। পশ্চিমবঙ্গে নারী ক্ষমতায়নের যে প্রকল্পের নাম ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’, পাটলিপুত্রে সেই প্রকল্পই আরও বড় আকারে উপস্থাপিত হয়েছিল ‘মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা’ নামে। মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ভোটের ঠিক আগেই নীতীশ ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সরকার নগদ অর্থ দেবে মহিলা ভোটারদের। প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে ১০ হাজার টাকা। সেই অর্থ পেতে মহিলাদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল হিন্দিবলয়ের হৃদয়ভূমিতে। প্রথম দফা ভোটের দিন কয়েক আগেই ১ কোটি ২১ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০ হাজার টাকা পৌঁছে গিয়েছিল সরকারের তরফে। বিহারের জয় স্পষ্ট হতেই শুক্রবার রাজ্য বিজেপির পাশাপাশি সর্বভারতীয় নেতারাও হুঙ্কার দিতে শুরু করেন, ‘‘এর পর বাংলা!’’ কিন্তু ওদের অত লাফালাফি করার কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের এসবে উদ্বিগ্ন হওয়া দূরস্থান, সার্বিক ভাবে তৃণমূল বরং নীতীশ এবং বিজেপি জোটের জয়ের নেপথ্যের কারণগুলির জন্য ‘উদ্বুদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। মহিলা ভোটারদের ক্ষমতা দেখা গেল ২০২৫ সালের বিহার নির্বাচনে। আগামী বছর বাংলাও দেখাবে। কারণ, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জননেত্রী আছেন। যিনি ‘মহিলা ফ্যাক্টর’কে আকর্ষিত করেন। সুতরাং, খেলা হবে! — **সহেলি ঘোষ, সরশুনা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কী চাইছেন আসলে সাফ বলুন মোদি-শাহ

বারবার নানা ঘটনায় প্রমাণিত, বিজেপি আমাদের মারতে চায়। এদের কেন ভোট দেব আমরা? প্রশ্ন তুলে ধরলেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

এই তো গত বৃহস্পতিবারের ঘটনা। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির।

মেয়ের নামে আসেনি এনুমারেশন ফর্ম। এই নিয়ে গভীর চিন্তায় ছিলেন বাবা। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির পাশে গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। শুধু এই ঘটনা নয়, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এসআইআর আতঙ্কে বেশ কয়েকজন আত্মঘাতী হয়েছেন।

পাশাপাশি, প্রায় সমান্তরালে অন্য আর এক ছবি।

স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআরের জাঁতাকলে পড়ে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে পড়াশোনা। যেমন, শান্তিপুর ব্লকের তিওয়ারি মাঠ ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক সংকটে বন্ধ ক্লাস। তিনজন শিক্ষক নিয়ে চলা এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজনকেই বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ায় গত তিনদিন ধরে তালা পড়েছে ক্লাসে। আগামী ডিসেম্বর মাসেই স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা আগাম ঘোষিত। এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা ডকে ওঠায় দিশেহারা পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

শিক্ষকরা পরিষ্কার জানাচ্ছেন, সমস্যা ভীষণ গুরুতর। হাতে অল্প সময়ের মধ্যে ফর্ম বিলি, সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশনের কাজ করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় স্কুল চালানো অসম্ভব। তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না।

দোষ দেওয়া যাবে না অভিভাবকদেরও। পরীক্ষার আগে পড়াশোনার প্রয়োজন রয়েছে। ওদিকে বেশিরভাগ পড়ুয়ার অভিভাবকদেরই সেই আর্থিক সামর্থ্য নেই যে, বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে পড়াবেন। স্কুলে পড়াশোনা না হলে তার প্রভাব পড়তে পারে খুদে পড়ুয়াদের রেজাল্টে। ওই এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের জন্য উল্লিখিত তিওয়ারি মাঠ ফ্রি প্রাইমারি স্কুল অন্যতম ভরসা।

কিন্তু এসবে মোদি সরকারের কীই-বা আসে যায়!

ওঁদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল পুরনো নোট বদলে দিয়ে নতুন নোট চালু করার। তাই প্রধানমন্ত্রী কোনও একটি দিনকে মর্জিমাফিক বেছে নিয়ে রাত ৮টার সময় নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করে দিলেন আজ রাত ১২টা থেকে আর পুরনো দুটো নোট চলবে না। একথা জানিয়ে তিনি সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ১৪০ কোটি মানুষকে জাগিয়ে রেখে। সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামিয়ে এনে ব্যাঙ্কের সামনে লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই নোটবাতিল নামক একটি খামখেয়ালি খেলার জেরে ব্যাঙ্কে অথবা এটিএমে টাকা জমা দেওয়া এবং টাকা তোলার লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে দেশজুড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হল। আত্মহত্যা ঘটল একের পর এক। বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। স্রেফ কর্মহীন হয়ে চরম অন্ধকার ও অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশ করল অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু গরিব নিম্নবিত্ত। ক্ষুদ্র শিল্প আজ পর্যন্ত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আর কোনওদিন বলতেও শোনা গেল না যে, আমি ভুল করেছিলাম। ভারত যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গিয়েছে। কালো টাকা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি মৃত্যু হল— এসব নিয়ে মোদি সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপই আর দেখা গেল না। আবার জীবন নিজের ছন্দে চলল।

২০২০ সালের মার্চ মাসে একদিন মহামান্য মোদিবাবুদের মনে হল করোনা নামক রোগের জন্য এখনই সব লকডাউন করে দেওয়া উচিত। সব উন্নত দেশই করছে। আমরাও করব। সব আধুনিক উন্নত দেশের কত জনসংখ্যা, সেসব দেশের সামাজিক অবস্থাটা ঠিক কেমন, কোন কোন জীবিকার উপর কী ধরনের মানুষ নির্ভর করে বেঁচে থাকে দু'বেলা খাওয়ার জন্য, এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করল না মোদি সরকার। আবার নাটকীয়ভাবে টিভির পর্দায় এসে মোদি ঘোষণা করে দিলেন আজ রাত ১২টার পর সব বন্ধ।

হাজার হাজার মানুষ হাজার কিলোমিটার করে হাঁটতে শুরু করল। এইসব পরিযায়ী শ্রমিক যখন খোলা আকাশের নিচে হাঁটছিল, মৃত্যু হচ্ছিল, খাবার পাচ্ছিল না, অনাহারে হাহাকার করছিল, বিনা আয়ে আত্মহত্যা করছিল, সেই সময় মোদিবাবুরা নির্দেশ দিলেন, ব্যালকনিতে এসে থালা বাসন বাজাও। উচ্চবর্গের বুদ্ধিমান শহুরে নাগরিকরা হাসিমুখে এই অভিনব সার্কাসের অঙ্গ হয়ে থালা বাজাতে বাজাতে সেলফি

সব একইভাবে বয়ে চলেছে সমাজে। ওই যে মানুষগুলির মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের পরিবার ছাড়া কেউই মনে রাখেনি তাঁদের মৃত্যুর কারণ। বিজেপি মনের আনন্দে নিজের বিজয়গাথা গেয়ে চলেছে নানারকম ইস্যুতে।

আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড সব পেয়ে গিয়েছে যখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং স্থায়ী নাগরিকের মতো ভোট দেওয়া থেকে সব রাষ্ট্রীয় কার্যে বছরের পর বছর ধরে অংশ নিয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন মোদি-শাহর মনে হয়েছিল, অনেকদিন কিছু করা হয়নি। কেমন যেন জোলো হয়ে গিয়েছে লাইফটা। বোরিং। তাই হঠাৎ করে তারা স্থির করল, সেই নাগরিকদেরই আবার নাগরিকত্ব পেতে হলে আবেদন করতে হবে। অন্য কাজ নেই। তাই গবেষণা করে রাষ্ট্র ঠিক করল ২০১৪ সালের আগে যারা যারা এসেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে, তাদের সিএএ নামক একটি নয়া আইনে নতুন করে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। প্রবল তোলপাড় হল। পুলিশ গুলি চালাল। সংঘর্ষ হল। শুধু সিএএ আন্দোলনের জেরে ৩১ জনের মৃত্যু হল। এঁদের কেন জন্ম হয়েছিল, এঁদের কেন তুলছিল। একজনও গরিব খেটে মানুষের কিন্তু ওরকম ছবি পাওয়া যাবে না। করোনায় তো বটেই, অক্সিজেনের অভাবেও অসংখ্য ট্যাক্স দেওয়া, ভোট দেওয়া থালা বাজানোদের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে জায়গা না পেয়ে মৃত্যু হয়েছে। আজ আর এঁদের কারও কথা মনে নেই কারও।

এবার এসেছে ভোটার তালিকা সংশোধন। আমাদের রাজ্যজুড়ে মাঝেমধ্যেই নিয়ম করে শোনা যাচ্ছে এসআইআরের আতঙ্কে মানুষের মৃত্যুর সংবাদ। আত্মহত্যার সংবাদ সবথেকে বেশি।

এইসব নোটবাতিলে, সিএএ আন্দোলনে, দাঙ্গায়, করোনায়, এসআইআরে অথবা বোমা বিস্ফোরণে আমরা যেহেতু বেঁচে আছি, তাই হয়তো মনে হচ্ছে যে, আমরা ভাগ্যবান। বেঁচে আছি।

কিন্তু মোদি সরকার কী চায়? নাগরিকরা সব মরে যাক।

আমাদের ক্ষতি অথবা আমাদের বেঁচে থাকা-না থাকায় মোদিবাবুদের যে কিছুই আসে-যায় না, এই অন্তহীন মৃত্যুমিছিল থেকেই পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত।

এই মৃত্যুর ফেরিওলাদের ভোট দেবেন? ভেবে দেখার সময় এসেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলতি সপ্তাহেও হচ্ছে না নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট রুটে মেট্রোর চিংড়িঘাটা অংশের জোড়ার কাজ। আগামী সপ্তাহ থেকে এই কাজ হবে বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে

শহরের কোথায় কতটা ভূগর্ভস্থ জল খতিয়ে দেখতে সমীক্ষা করবে রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার কলকাতায় ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার নিয়ে নতুন করে সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঠিক কতটা ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে এবং কোথায় তার ওপর চাপ বাড়ছে তা খতিয়ে দেখতে এই সমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, ২০০৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ (ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, অনুযায়ী এই সমীক্ষা পরিচালিত হবে। এই সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করেই সেচ, শিল্প, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালি, পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো যে কোনও উদ্দেশ্যে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের নয়া গাইডলাইন তৈরি করা হবে। রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের বহু এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। সে কারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পুরনো তথ্য যাচাই করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

শহরে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহযোগ্য পানীয় জলের পরিমাণ বাড়লেও ভূগর্ভস্থ জল এখনও বহু ক্ষেত্রে প্রধান উৎস। ছোট ব্যবসা, আবাসন প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্মাণ ক্ষেত্র—অনেকেই এখনও ব্যক্তিগত বা পুরনো টিউবওয়েলের ওপর নির্ভর করে। কোন এলাকায় এই তোলার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে, আর কোথায় তা জলস্তরের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে সেই বিশদ বোঝার লক্ষ্যেই সরকারের এই উদ্যোগ।

সমীক্ষার অংশ হিসেবে স্থানীয়ভাবে সমীক্ষা, টিউবওয়েলের অবস্থান যাচাই এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জলস্তরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কোন মাত্রায় বাড়ছে, কোথায় নিয়ন্ত্রণ কড়া করা জরুরি, আর কোন এলাকায় নতুন অনুমতি দেওয়া সম্ভব—তা নির্ধারণেই এই পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের বাড়তি চাপে যখন দেশের বহু শহর জলসংকটের মুখে, তখনই এই উদ্যোগকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান সম্পর্কে সূক্ষ্ম ধারণা সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেবে। কোথায় অনুমতি দেওয়া হবে, কোথায় কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে, কিংবা কোন ক্ষেত্রে বিকল্প উৎস ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া উচিত—সমীক্ষার রিপোর্ট সেই সিদ্ধান্তে পথ দেখাবে।

সমীক্ষা শেষ হলে শহরের আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পাঞ্চলে ঠিক কীভাবে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার হচ্ছে তার একটি স্পষ্ট চিত্র হাতে পাবে প্রশাসন—যা কলকাতার জল সংরক্ষণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।

১৩৬তম জন্মবার্ষিকীতে শুক্রবার বিধানসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পরিষদীয় বিষয়ক ও কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

ডেটা এন্ট্রিতে নারাজ বিএলওদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, হাওড়া : বিএলও-দের ওপর কাজের বোঝা বাড়িয়েই চলেছে নির্বাচন কমিশন। বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি এবং সংগ্রহের পাশাপাশি তাঁদের এবার সমস্ত তথ্য কমিশনের অ্যাপসে তুলতে নির্দেশ দিল কমিশন। ওই নির্দেশের প্রেক্ষিতে শুক্রবার হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় বিএলওরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এদিন তাঁদের ডিজিটাইজেশনের জন্য যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাও বয়কট করেন তাঁরা। বিএলওদের অভিযোগ, দিনের পর দিন কাজের চাপ বাড়িয়েই চলেছে। কমিশন ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি ও সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিল। হঠাৎ বিএলওদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বৃহস্পতিবার মেসেজ আসে। তাতে বলা হয়, শনিবারের মধ্যে ওই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু তাই নয়, এদিন তাঁদের টিকিয়াপাড়ার রেগুলেটরি মার্কেটের অফিসে ডেটা এন্ট্রির জন্য প্রশিক্ষণে যোগ দিতে বলা হয়। কিন্তু বিএলও-দের দফায় দফায় বিক্ষোভের জেরে প্রশিক্ষণ কার্যত বানচাল হয়ে যায়। তাঁরা স্পষ্ট জানান, কোনও অবস্থাতেই ডেটা এন্ট্রির কাজ করবেন না। কারণ এই কাজে কোনও ভুল হলে দায় তাঁদের উপর পুরোপুরি বর্তাবে। অনেক ক্ষেত্রে ভোটার এবং আধার কার্ডের তথ্যে অনেক ভুল আছে। সেই ভুল সংশোধনের আগে তা যদি কমিশনের অ্যাপে আপলোড হয়ে যায় তাতে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থেকে যাবে। তাঁরা কমিশনকে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। কমিশন থেকে যে টাকা 'ডেটা এন্ট্রি'র কাজের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে পাবেন, তা তাঁরা ছাড়তে রাজি। সেই টাকা দিয়ে কমিশন পেশাদার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর রাখুক।

কলকাতা পুরসভার ৪ নং বরোর ২৬ নং ওয়ার্ডে বিধান সরণিতে স্বামীজির বাড়ির সামনের ফুটপাথ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বরো চেয়ারম্যান অনিন্দ্যকিশোর রাউথ-সহ অন্যরা। শুক্রবার।

সপ্তাহ শেষে বাড়তে পারে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন: শনিবার পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে আবহাওয়া। অনুভূত হবে শীতের আমেজ। এরপর রবিবার থেকে সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা। রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করছে পশ্চিমি শীতল হাওয়া। এর ফলে তাপমাত্রা কমছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি এবং উপকূল সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশা বেশি দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতর বলছে, রবিবার থেকে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় উষ্ণ পুবালি হাওয়া বইতে পারে। আর এর জন্য রবি থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে একাধিক জেলায়। এদিকে উত্তরবঙ্গে আগামী এক সপ্তাহ শীতের আমেজ থাকবে। তাপমাত্রা দু'-তিন ডিগ্রি কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় উষ্ণ পুবালি হাওয়ার জন্য রবি থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

বালি পুরসভার সাফাইকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে পাঠানো পোশাকের কিট তাঁদের হাতে তুলে দিলেন বালির পুর প্রশাসক ও বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

জঞ্জালমুক্ত বারাসতের প্রতিশ্রুতি পুরপ্রধানের

সংবাদদাতা, বারাসাত: আগামী সাড়ে তিন-চার মাসের মধ্যে বারাসতকে আবর্জনামুক্ত শহরে পরিণত করবেন বলে অঙ্গীকার নিলেন বারাসত পুরসভার নতুন পুর প্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর আবার বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধানের পদে দায়িত্ব নিলেন তিনি। এদিন দায়িত্ব নিয়েই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান তিনি। বারাসতকে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি করার অঙ্গীকার নেন। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে পুরসভার সকলকে একযোগে কাজ করার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের বারাসতকে আবর্জনামুক্ত ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে হবে। তিনি জানান, সুডা-র ডিরেক্টর জলি চৌধুরীর সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁকে অনুরোধ করেছি তাড়াতাড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শেষ করার জন্য। কয়েক মাসের মধ্যে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই কাজ শেষ হলে বারাসতবাসীর দীর্ঘদিনের

দায়িত্ব নিলেন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়।

সমস্যা মিটে যাবে বলেও দাবি পুরপ্রধানের। তিনি আরও বলেন, বারাসত শহরে মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৪ লক্ষের বেশি হয়েছে। ফলে ২০১০ সালের পানীয় জল পরিষেবার মান বাড়ানোর অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। পুরসভা বারাসতবাসী প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

সন্তানকে বাঁচিয়ে মায়ের মৃত্যু

প্রতিবেদন : রাতের শহরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি থেকে পড়ে গিয়ে কোলের সন্তানকে সময়মতো ফুটপাথে ছুঁড়ে দিলেও নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না মা। কৈখালির রাস্তায় পিছন থেকে ধেয়ে আসা ট্রাকের চাকায় মাথা পিষে গিয়ে মৃত্যু হল মহিলার। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ওই ট্রাক চালককে আটক করে মহিলার আহত স্বামী ও সন্তানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম পূজা মণ্ডল। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে হাতিয়াড়ার ঝিলবাগানের বাসিন্দা ওই দম্পতি সন্তানকে নিয়ে স্কুটিতে কৈখালি থেকে হলদিরামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্কুটি নিয়ন্ত্রণ হারাতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনজনই। পিছন থেকে ট্রাক আসতে দেখে বুকে জড়ানো শিশুকে শেষমুহূর্তে ফুটপাথের দিকে ছুঁড়ে দেন ওই মহিলা। কিন্তু নিজেকে আর বাঁচাতে পারেননি।

শিশুদিবসের দিনই উদ্ধার হল ১০ বছরের বালকের কম্বল মোড়ানো দেহ। আরামবাগের মায়াপুরের মাদারতলার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

লালকেল্লা চত্বরে বোমা বিস্ফোরণ

রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তায় একগুচ্ছ নির্দেশ

প্রতিবেদন : দিল্লি বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির নিরাপত্তা ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছে। এদিন দুপুরে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবন থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলা পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার এবং শীর্ষ পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে জরুরি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মহানির্দেশক রাজীব কুমার। সেখানে দিঘার জগন্নাথ মন্দির-সহ রাজ্যের অন্যান্য জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, সুন্দরবন, মন্দারমণি, গঙ্গাসাগরের মতো জায়গাগুলিতে নিরাপত্তা বলয় আরও আঁটসাঁট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দিঘা-সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হবে। শুধু পর্যটন কেন্দ্র নয়, জনবহুল এলাকা যেমন স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, প্রেক্ষাগৃহ, বাজার

এলাকাতেও বিশেষ নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকায় বাড়ানো হচ্ছে পেট্রোলিং। সীমান্তবর্তী জেলা ও থানাগুলিকে বাড়তি সতর্কতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। কোনও সন্দেহজনক তথ্য বা নড়াচড়া চোখে পড়লেই তা যেন দ্রুত সদর দফতরে পাঠানো হয়—এই বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

ব্যতিক্রমী শিশুদিবস পালন

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: অন্যরকম শিশুদিবস পালিত হল ডায়মন্ড হারবার গার্লস প্রাইমারি স্কুলে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদ, বিধায়ক পান্নালাল হালদার, পুরপ্রধান প্রণব কুমার দাস, শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম, ব্লক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গৌতম অধিকারী, তৃণমূল নেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, টাউন তৃণমূল সভাপতি সৌমেন তরফদার ও যুব সভাপতি পুষ্পেন্দু প্রমুখ। এদিন তাঁরা শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেন। শামিম আহমেদ শিশুদের হাতে তৈরি বেশ কিছু কারুকার্য ঘুরে দেখেন। ইটভাটা এলাকার শিশুদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। পর্যবেক্ষক ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে শিশুদেরকে খাবার পরিবেশন করেন।

সোনা লুঠে ধৃত মূল চক্রী

প্রতিবেদন : সিঁথির রাস্তায় স্বর্ণকারের থেকে সোনা লুঠে গ্রেফতার ওয়ার্কশপের প্রাক্তন কর্মী। হুগলির খানাকুল থেকে সইদুল মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ৩০ অক্টোবর সিঁথি থানা এলাকার একটি ওয়ার্কশপে স্কুটি করে প্রায় তিন কেজি সোনা নিয়ে ঢুকছিলেন এক কর্মী। আর তখনই দুই দুষ্কৃতী তার উপর চড়াও হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সোনা ও স্কুটি ছিনতাই করে। ঘটনার তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওই ওয়ার্কশপেরই প্রাক্তন কর্মী সইদুল ওই কাজে যুক্ত ছিল।

শিশুদিবসে চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে পালিত হল ৮ম বর্ষ রসগোল্লা দিবস। ছিলেন বিধায়ক অরিন্দম গুঁই।

ছ'টি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি কেএমডিএর

প্রতিবেদন : প্রায় পাঁচ দশক পর রবীন্দ্র সরোবর চত্বরে অবস্থিত ছ'টি ক্লাবের সঙ্গে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ভাড়ার চুক্তি করল কলকাতা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেএমডিএ)। রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কেএমডিএ-র চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে ক্লাবগুলির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ১৯২৩ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে গড়ে ওঠা এই ছ'টি ক্লাব হল— ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব (সিআরসি), বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব (বিআরসি), লেক ক্লাব, লেক ফ্রেন্ডস সুইমিং ক্লাব, ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি (আইএলএসএস)। কেএমডিএ সূত্রের খবর, এতদিন পর্যন্ত বেশ কিছু ক্লাব লিজ চুক্তি থাকার দাবি করলেও কোনও দলিল দেখাতে পারেনি। তারা কেএমডিএ-র বিল অনুযায়ী ভাড়া মিটিয়ে আসছিল। কিন্তু তার নির্দিষ্ট কাঠামো বা আইনি ভিত্তি ছিল না। তাই ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। তাই ওই ৬টি ক্লাবকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনা এবং ভাড়ার ব্যবস্থা সুসংহত করার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ভাড়া প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। দশ বছর অন্তর উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তি নবীকরণ হবে। খোলা জমির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুটে এক টাকা এবং নির্মিত অংশের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুটে ২ টাকা ২০ পয়সা হিসাবে নতুন ভাড়ার হার ধার্য করা হয়েছে। আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এই নতুন ব্যবস্থা।

১৩৬তম জন্মবার্ষিকীতে বিধানসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ছবিতে শ্রদ্ধা জানালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

আমরা পদাতিকের উদ্যোগে শুক্রবার সোনাগাছিতে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' ছবির প্রচারে অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। শিশুদিবস উপলক্ষে যৌনকর্মীদের বাচ্চাদের সঙ্গেও সময় কাটালেন তিনি।

৭২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে। উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, পর্ষদ সচিব সুব্রত ঘোষ, জেলা পরিষদ শিক্ষা দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ও মেন্টর ড. সুবীর মুখোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, নির্মাল্য চক্রবর্তী, শুভেন্দু গড়াই, অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিতেন্দু পাল-সহ বিশিষ্টরা।

ডিজিটাল মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরতে কর্মসূচি বর্ধমান দেওয়ান দিঘিতে। অসীম মালিকের উদ্যোগে কাকলি গুপ্ত তা, বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য আইটি সেলের সাধারণ সম্পাদিকা উপাসনা চৌধুরী -সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যানিংয়ে শুরু তিনদিন ব্যাপী 'বাংলা মোদের গর্ব'

প্রতিবেদন : জেলায় শুরু হল তিনদিনের 'বাংলা মোদের গর্ব' শীর্ষক অনুষ্ঠান। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আয়োজনে শুক্রবার ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, বিধায়ক পরেশ রাম দাস, নমিতা সাহা, গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল-সহ সকল কর্মাধ্যক্ষ ও অন্য অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠানের বিষয় মেলা, প্রদর্শনী, এক্সপো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন থাকছে বিশেষ

অনুষ্ঠানের সূচনায় মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল-সহ অন্যরা।

প্রদর্শনী 'উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে'। এই অনুষ্ঠানে ১৩টির বেশি হস্তশিল্প ও বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল বসেছে। আছে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের স্টল। ৮টি স্টল রয়েছে জেলা শিল্প কেন্দ্রের। এদের মাধ্যমে ছোট উদ্যোগপতিরা জানতে পারবেন শিল্প সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য। তিনদিন ধরে বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এছাড়াও লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা বাংলার সাংস্কৃতিকে তুলে ধরবেন মঞ্চে। থাকছে বাউল, শ্রীখোল, বাঁশির ফিউশন, ছোট রণপা, ও রায়বেঁশে নৃত্যের দল-সহ বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা। সবমিলিয়ে প্রায় ২৫০ জনের মতো শিল্পী নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরবেন।

শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কেক কেটে প্রায় ১ হাজার মানুষকে মিষ্টিমুখ করিয়ে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির জন্মদিন পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা-সহ শাখা সংগঠন ও ব্লকস্তরের নেতা-কর্মীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে যুবকের মৃত্যু। এরপরই গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভাঙচুরের অভিযোগ পরিজনের বিরুদ্ধে। চিকিৎসকদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে

আমার বাংলা

15 November, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৫ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

মৃতের পরিবারের পাশে তৃণমূল ছেলের কাজের ব্যবস্থা ঋতব্রতর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী বাবা। অসহায় পরিবার। কী করে হবে দিন গুজরান? ভিটেমাটি চলে যাবে না তো? এসব আতঙ্ক গ্রাস করেছে জলপাইগুড়ির খড়িয়ায় মৃত নরেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবারকে। অসহায় ওই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দল যায় মৃতের বাড়িতে। ওই দলে ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ। শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। মৃতের ছেলে ঠাকুরদাস রায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেন, দল সব সময় পাশে আছে। ইতিমধ্যেই আইএনটিটিইউসি'র ব্লক সভাপতিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমশ্রী প্রকল্পে ঠাকুরদাসের নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। দ্রুত তাঁর কাজের ব্যবস্থা করা হবে। পাশে থাকার আশ্বাস পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছে শোকার্ত পরিবার। প্রসঙ্গত, গত ৭ নভেম্বর

জলপাইগুড়ির নরেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবারের পাশে তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব।

এসআইআর পরিণাম

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথ কলোনি এলাকার বাসিন্দা নরেন্দ্রনাথ রায় (৬০) এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হন। তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় তাঁর নিজের নাম থাকলেও তাঁর স্ত্রী নাম ছিল না। এই আতঙ্কে আত্মঘাতী হন। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ায় দল। ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি এসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশে থাকা আশ্বাস দেন। এই বিষয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শোকার্ত পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাতে এসেছে প্রতিনিধি দল। এসআইআরকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য জুড়ে যে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা শুনলাম মৃতের পরিবারের কাছে। তিনি মৃত্যুর আগে খুব আতঙ্কে ছিলেন, তাঁর পরিবারকে বারবার তিনি বলছিলেন যে আমাদের মনে হয় বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা সম্পূর্ণ বাংলাবিরোধী, বাংলার মানুষ-বিরোধী একটা ষড়যন্ত্র। আমরা নরেন্দ্রনাথের পরিবারের পাশে আছি এবং তাঁর ছেলের দ্রুত একটি কাজের ব্যবস্থা করা হবে।

বাইক মিছিলে সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সদস্যরা।

২৬-এ বাংলাকে বিরোধীমুক্ত করতে বিরাট ভূমিকা নেবে কর্মচারী ফেডারেশন: প্রতাপ

সংবাদদাতা, মালদহ: লক্ষ্য ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। বাংলাকে বিরোধীমুক্ত করতে বিরাট ভূমিকা নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। শুক্রবার সংগঠনকে আরও মজবুত করতে একগুচ্ছ পরিকল্পরনা নিয়ে মালদহে পৌঁছেই এমনটা জানিয়ে দিলেন সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক। এদিন গৌড় এক্সপ্রেস থেকে মালদহ টাউন স্টেশনে নামতেই ফেডারেশনের জেলা শাখার নেতা-কর্মীরা তাঁকে ফুল-মালা ও জয়ধ্বনিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর বিশাল বাইক র‍্যালির মাধ্যমে তাঁকে শহর পরিক্রমা করানো হয়। বাইক র‍্যালি শেষে জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে অতিথি আবাসে এক জরুরি সাংগঠনিক বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মালদহ শাখার সভাপতি চিরঞ্জীব মিশ্রও। দু'জনেই জানান, ২৬শে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাংগঠনিক সভা করা হচ্ছে। মালদহের সভায় সরকারি কর্মচারীদের নানা দাবি, সমস্যা ও সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রতাপ নায়েক জেলার সকল সভাপতি-সম্পাদকদের মতামত শোনেন। পরে তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ঘুরে সংগঠনকে শক্তিশালী করা আমাদের লক্ষ্য। কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান করে তাঁদের আস্থা অর্জনই ফেডারেশনের মূল শক্তি। সরকারি কর্মচারীদের অভিযোগ সমাধানে নিরন্তর কাজ করছে সংগঠন, এমন বার্তাই এদিন মালদহ বৈঠক থেকে তুলে ধরলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক।

টোটো তালিকাভুক্তকরণে এগিয়ে

সংবাদদাতা, মালদহ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে টোটো তালিকাভুক্তকরণ অভিযান। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার পুরাতন মালদহ পুরসভায় হল দ্বিতীয় দফার তালিকাভুক্তকরণ শিবির। পুরসভার সামনে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, কাউন্সিলর বিভূতিভূষণ ঘোষ, শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা এবং পরিবহণ দফতরের আধিকারিক সম্রাট সেখ সহ অন্যান্যরা। এদিন পুরসভা এলাকার অনুমোদনহীন টোটোগুলিকে সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়। চালকদের হাতে দেওয়া হয় টেম্পোরারি টোটো এনরোলমেন্ট নম্বর যা ভবিষ্যতে রাস্তায় নির্বিঘ্নে টোটো চালানোর নিশ্চয়তা দেবে। প্রশাসনের উদ্যোগে এই শিবিরকে কেন্দ্র করে টোটোচালকদের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে।

মাদক খাইয়ে লুঠ জিআরপির হাতে ধৃত

শুক্রবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়।

ট্রেনে যাত্রী সেজে মাদক খাইয়ে সহযাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করে পালাতে গিয়ে জিআরপির জালে ধরা পড়ল দুষ্কৃতী। শিলিগুড়ির ঘটনা। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির এক চিকিৎসকের সর্বস্ব লুঠ করে ওই দুষ্কৃতীরা। তিনি কলকাতা থেকে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে আসছিলেন। ট্রেনে সহযাত্রী হিসাবে পরিচয় হয় মফিজউদ্দিনের। দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথায় আকৃষ্ট হন চিকিৎসক। কথার ছলে চিকিৎসকের সাথে ভাব জমিয়ে চিকিৎসককে মাদক খাইয়ে সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দেয় চতুর মফিজউদ্দিন। নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছানোর পর হুঁশ ফিরতে চিকিৎসকের সর্বস্ব লুঠ হয়েছে বুঝতে পেরে জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করেন। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে রিমান্ডের আবেদন জানায় জিআরপি।

প্রতিবাদে পথে নামল নমঃশূদ্র সংগঠন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এসআইআর করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন। আতঙ্কে পরপর ঘটছে আত্মহত্যার ঘটনা। এবার প্রতিবাদে পথে নামলেন নমঃশূদ্র উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যরা। শুক্রবার শিলিগুড়ির রাজপথ ধরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যানার ও স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যায় মিছিল। বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল সংখ্যায় মানুষ অংশ নেন এই কর্মসূচিতে। ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রঞ্জিত সরকার-সহ জেলা নেতৃত্বরা।

মিছিলে নমঃশূদ্র সংগঠনের সদস্যরা।

জেলা পরিষদের উদ্যোগ, শিশুদিবসে কোচবিহার পেল ছোটদের পার্ক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : জেলা পরিষদের উদ্যোগ। শিশু দিবসে ছোটদের জন্য পার্ক পেল কোচবিহারের চিলকিরহাট গ্রাম। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার জেলা পরিষদের এই উদ্যোগে খুশি গ্রামবাসীরা। কোচবিহার জেলা পরিষদের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চিলকিরহাট গ্রামে গড়ে উঠেছে এই শিশু উদ্যান। শুক্রবার চিলকিরহাটের এই শিশু উদ্যানের উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেন, এই এলাকায় স্থানীয়দের দীর্ঘদিন থেকে একটি শিশু উদ্যানের দাবি ছিল। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় এলাকাবাসীরা খুশি। রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, এই শিশু উদ্যানটি জেলা পরিষদের উদ্যোগে অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল। কিছু কাজ বাকি ছিল। তাই শিশু দিবসের বিশেষ দিনে উদ্বোধন হয়েছে উদ্যানের। জানা গেছে কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে পরিস্রুত পানীয় জলের পাশাপাশি, পেভার ব্লকের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া শিশুদের খেলা ও বিনোদনের জন্য বসানো হয়েছে বিভিন্ন খেলনা। শুক্রবার শিশু উদ্যানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে এই এলাকায়। এই প্রকল্পেও প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যায় হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের। পাশাপাশি শিশু দিবস উপলক্ষে ঘুঘুমারি নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবাভবন বালক আবাসনে ছাত্রদের সাথে দিনটি উদযাপন করেন সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, রোগী কল্যাণ সমিতির জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

উদ্বোধন সুমিতা বর্মন, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

আমার বাংলা
15 November, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশি! ভোটেই জবাব দেবে বাংলা

প্রতিবেদন : বাংলায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা। বিহারের নির্বাচনী ফলাফলের পর বিজেপির বাংলা দখলের দিবাস্বপ্নের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের এটাই জবাব। কারণ বাংলার মানুষ তাদের ঘরের মেয়েকেই চায়। এখানে বহিরাগত জমিদারদের কোনও জায়গা নেই, একাধিকবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার মানুষ। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁরা বুঝিয়ে দেবেন এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বিকল্প নেই। তৃণমূলের সাংসদ, মন্ত্রী, নেতারাও এই কথাই বলেছেন। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণে শুধুমাত্র একজনই আছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি মানুষের আশীর্বাদে আবারও থাকবেন। গিরিরাজ সিং বাংলার প্রাপ্য অর্থ না দিয়ে, বাংলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা না করে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান, তাঁর মুখে বাংলা দখলের কথা মানায় না। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বিজেপি একটা বিষবৃক্ষ! মুখ খুললেই বিষ ছড়াচ্ছেন বিজেপির ছোট-বড় নেতারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বাংলাকে অপমান করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়েছেন। সব ধর্ম, সব জাতি, সব শ্রেণির মানুষ যে বাংলায় শান্তিতে বসবাস করে, সেই বাংলাকে তিনি

মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

মন্ত্রী শশী পাঁজা।

বলছেন, রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশিদের রাজ্য। এসব অপমান বাংলার মানুষ সহ্য করবে না। আগামীতে কড়া জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে বাংলা। সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, বাংলা ও বাঙালিকে প্রত্যেকটা দিন ধরে অপমান করে চলেছে বিজেপি! ভিনরাজ্যে বাংলার মানুষকে হেনস্থা-মারধর চলছিল, বাংলার মনীষীদের কলুষিত করার অপচেষ্টা চলছিল। বাংলার মানুষকে যত অপমান করবে, বাংলা থেকে তত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই বাঙালি-বিদ্বেষী এই দলটা।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ওটা বিহারের সমীকরণ। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বাংলায় প্রভাব পড়বে না। বাংলায় উন্নয়ন, ঐক্য, সম্প্রীতি, অধিকার, আত্মসম্মান ফ্যাক্টর। ২৫০-এর বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তাঁর সংযোজন, বিহার দেখিয়ে বাংলাকে হুমকি দিয়ে বিজেপির যে নেতারা বিবৃতি দিচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন, তাঁরা অকারণ সময় নষ্ট করছেন। বাংলার মানুষের অধিকার, আত্মসম্মানকে আঘাত করে, শুধু অন্য রাজ্য দেখিয়ে মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায় না। এখানে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ওদের রুখতে যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, কংগ্রেস তা তৈরি করতে পারেনি। ওদের হারাতে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সফল হবেন। তা ওঁরা বারবার প্রমাণ করেছেন বাংলাতে। দলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন 'আমার মাটি সইবে না, ইউপি-বিহার হইবে না/ বাংলা আমার বাংলা রবে, বন্ধু আবার খেলা হবে'।

মোটরবাইক চুরি করে যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে বিক্রি দুই নাবালকের

সংবাদদাতা, নদিয়া : অভিনব কায়দায় মোটরবাইক চুরি দুই নাবালকের। চোরেদের কাণ্ড দেখে চক্ষু ছানাবড়া পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুরের ভাঙারাস চলাকালীন খাঁপাড়া থেকে স্থানীয় সৌভিক খাঁয়ের একটি মোটরবাইক চুরি হয়ে যায়। শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সৌভিক। তদন্তে নেমে পুলিশ জয়ন্ত সিকদার এবং সৌরভ সরকার নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। দু'জনেই নাবালক, বয়স ১৭ বছর। বাড়ি শান্তিপুরের পাবনা কলোনিতে। জয়ন্তর বাবা দিনমজুর আর সৌরভের বাবার মোটরসাইকেল গ্যারাজ রয়েছে। সৌরভকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ মোটর গ্যারাজে হানা দিয়ে উদ্ধার করে মোটরবাইকটি। তবে সেটির অবস্থা দেখে পুলিশ হতভম্ব। মোটরবাইকের একেবারে কঙ্কালসার অবস্থা। প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ আলাদা করে ফেলা হয়েছে। কিছু কিছু বিক্রিও করা হয়েছে! অবশিষ্ট যেটুকু ছিল সেটুকু উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ। ১৭ বছরের এই দুই নাবালকের মাথায় এত বুদ্ধি এল কী করে, সেটা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, এর পিছনে বড় চক্র জড়িত রয়েছে। নাহলে ওই দুই নাবালক কীভাবে এত কাণ্ড ঘটাতে পারে। তবে এদের সঙ্গে কোনও চুরির চক্রের যোগ আছে কি না খতিয়ে দেখছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

বিজেপির বিসর্জন দিল সমর্থকরাই!

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিহারে ভোটের ফল বেরোতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিজেপি নেতা-কর্মীরা যে স্লোগান দিলেন, তাতে বাংলার ভোটের ফল কী হবে সেটাই প্রতিফলিত হল। বর্ধমানে ঘোড়দৌড় চটি এলাকায় বিজেপির জেলা অফিসের সামনে জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা একাধিক নেতা-কর্মীকে নিয়ে আবির মেখে স্লোগান দিতে থাকেন। অভিজিৎ স্লোগান দেন '২৬-এর নির্বাচন', অন্যরা পাদপূরণ করে বলেন 'বিজেপির বিসর্জন'। একবার নয়, বারবার এই স্লোগান দেওয়া হয়। তাতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। পথচলতি মানুষ হাসতে হাসতে জানান, বাংলায় বিজেপির যা পরিণতি হবে, ওদের সমর্থকরা সেটাই বলেছে।

দম্পতিকে পিটিয়ে খুন

প্রতিবেদন : এক বৃদ্ধ দম্পতিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় উত্তাল পুরুলিয়ার বলরামপুর। অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরের ঘটনা। মৃত ওই বৃদ্ধ দম্পতি হাঁড়িরাম সিং সর্দার ও তাঁর স্ত্রী বিন্দেশ্বরী। কী কারণে খুন পরিষ্কার নয়। বলরামপুরের হাড়াত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ওই দম্পতি। অভিযুক্ত যুবক ঘটক সিং সর্দার তাঁদেরই প্রতিবেশী।

সমবায় সপ্তাহ উদযাপন শুরু নদিয়া জেলার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের ৭২তম সমবায় সপ্তাহ উদযাপন শুরু হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ও ব্যাঙ্ক চেয়ারম্যান হরপ্রসাদ হালদার। এছাড়াও ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি

অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল বিশ্বাস, তারান্নুম সুলতানা মির প্রমুখ।

তারান্নুম সুলতানা মির, অতিরিক্ত জেলাশাসক নৃপেন্দ্র সিং এবং ব্যাঙ্কের অন্য ডিরেক্টর ও আধিকারিকরা। আন্তর্জাতিক সমবায় উদযাপনের আবহে ৭২তম সমবায় সপ্তাহ শুরু হল কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের সদর দফতরে। বিশিষ্টজনদের ভাষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। উজ্জ্বল বলেন, সমবায় মানে হচ্ছে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে সমাজের উন্নয়ন, নারীশক্তির উন্নয়ন, সকলের উন্নয়ন। জেলা পরিষদ সভাধিপতি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে নারীদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়েছে। তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এবং বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে তাঁরা উৎপাদন করছেন, বিক্রি করছেন এবং টাকা রোজগার করছেন। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই সরকারের বদান্যতায়। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হরপ্রসাদ হালদার কীভাবে এই জেলার সমবায় ব্যাঙ্ককে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবও রাখেন, আগামীতেও সমবায় গোষ্ঠীগুলোকে আরও শক্তিশালী করে কীভাবে গড়ে তোলা যায় তাও জানান। বিভিন্ন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিরাট সংখ্যায় উপস্থিতি প্রমাণ করে বাংলার মহিলারা এখন সত্যিই কর্মমুখর ও স্বয়ংসম্পূর্ণা।

জমিবিবাদ ঘিরে উত্তপ্ত কান্দি থামাতে গিয়ে জখম আইসি

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : একটি বিতর্কিত জমিতে ধানচাষ এবং সেই জমি থেকে ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষের জেরে শুক্রবার দুপুরে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার গোকর্ণ মাঝারের ধার এলাকা। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিংহ-সহ আরও তিন পুলিশ আধিকারিক। আইসির

হাসপাতালে আইসি মৃণাল সিংহ।

মাথায় এবং শরীরের একাধিক অংশে গুরুতর চোট লেগেছে। তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে দু'পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। এক হোমগার্ডেরও হাত ভেঙেছে বলে জানা গিয়েছে। আহতদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিশাল কমব্যাট ফোর্স এবং র‍্যাফ ইতিমধ্যেই গ্রামে ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। একটি তিন বিঘা চাষের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাজের আলি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই গ্রামের বোনুকা খাতুন নামে মহিলার বিবাদ চলছে। দু'পক্ষেরই দাবি, ওই জমি তাঁদের পূর্বপুরুষদের। বোনুকা বলেন, গতকাল একটি মামলার রায় আমাদের পক্ষে যাওয়ার পর আজ সকাল থেকে আমরা ধান কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সেই সময় বিরোধী পরিবারের সদস্যরা বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখা মিলছে জায়ান্ট লিলির

সুনীতা সিং • বর্ধমান

পদ্মপাতায় জল থাকতে না পারে, অনায়াসে বসে থাকতে পারে কয়েকজন শিশু। কারণ এক-একটি পদ্মপাতা ১২-১৫ কেজি ওজনের ভার বইতে পারে। এই দৈত্য পদ্মপাতা বা জায়ান্ট ওয়াটার লিলি দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন হ্রদে পাওয়া যায়। যা থেকে নাম 'ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনিকা' পশ্চিমবঙ্গের শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই পদ্মপাতা দেখা যায়। এবার তার দেখা মিলছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তারাবাগ ক্যাম্পাসের প্রফেসর পরমনাথ ভাদুড়ী ক্রপ রিসার্চ অ্যান্ড সিড মাল্টিপ্লিকেশন ফার্মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগের অধ্যাপিকা শিখা দত্ত জানান, জলজ এই উদ্ভিদ সাধারণত দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন হ্রদে। এই ফুলগুলি সাধারণ

লিলি বা পদ্মের মতো নয় তাই ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনিকাকে বলা হয় জায়ান্ট লিলি বা দৈত্যাকার পদ্ম। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পর রাজ্যের দ্বিতীয় স্থান হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৬ সালে 'জায়ান্ট লিলি' লাগানো হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাতার সঙ্গে সঙ্গে এর ফুলেও রয়েছে বিশেষত্ব। অনেকটা স্থলপদ্মের মতো সকালে ফুল ফোটার সময় এর রঙ থাকে সাদা, সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে এটি হালকা গোলাপি রঙ ধারণ করে। যা দেখতে ভীষণ সুন্দর। তবে এই গাছ অন্য গাছকে পাশাপাশি বেড়ে উঠতে দেয় না। ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনিকা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কাজে লাগছে, পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে এখন এই জায়ান্ট পদ্ম আলাদা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অনেকেই আসছেন অত্যদ্ভুত পদ্মের শোভা দেখতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

15 November, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৫ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার সকালে কাটোয়ার এক পুকুর থেকে ভূতনাথতলার দোকানকর্মী কার্তিক মাঝির (৩০) মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। পরিবারের দাবি, খুন করা হয়েছে

মন্ত্রী, জেলাশাসকদের নিয়ে দক্ষিণের ৪ জেলার শিল্প সম্মেলন

কয়েক হাজার কোটি বিনিয়োগে হবে নয়া শিল্প

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্যের শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখা গেল শুক্রবার দুর্গাপুরে আয়োজিত শিল্পপতিদের নিয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার ক্ষুদ্র ও ছোট মাঝারি শিল্পপতিদের নিয়ে এই সম্মেলনে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা গেল। শিল্পপতিদের সমস্যা জানা এবং সেগুলির সমাধানের লক্ষ্যে এবং তার পাশাপাশি জেলায় নতুন শিল্প আনতে এদিন দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সিনার্জি সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রদীপ মজুমদার ও সন্ধ্যারানি টুডু-সহ চার জেলাশাসক, জেলা সভাধিপতি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোল দুর্গাপুরে একাধিক শিল্পতালুক গড়ে তোলা হচ্ছে। পানাগড়, অণ্ডাল, আসানসোলে ৩৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় শালপাতার ক্লাস্টার, হস্তশিল্প-সহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ছোট-বড় কারখানা গড়ে উঠতে চলেছে। পুরুলিয়ায় ৯০ কোটি টাকা, বাঁকুড়ায় ৪৫৯০ কোটি, পূর্ব বর্ধমানে ৫৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এদিন বেশ কয়েকজন উদ্যোগপতির হাতে ঋণদান করা হয়।

■ সম্মেলন মঞ্চে তিন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রদীপ মজুমদার ও সন্ধ্যারানি টুডু।

মাশরুম চাষে জঙ্গলমহলের মেয়েদের তালিম

সংবাদদাতা, গড়বেতা : গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে হাতেকলমে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। আগামী দিনে মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস নিয়েছে এই পঞ্চায়েত সমিতি। তিনদিনের ট্রেনিংয়ে যোগ দিয়ে যাতে মহিলারা মাশরুম চাষে আগ্রহী হন এবং সফলভাবে রোজকারের পথ খুঁজে পান সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রয়াস। গোয়ালতোড়ের কেরুমারায় এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে, কৃষি ও সেচ সমবায় দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বিশেষকুমার দাস, উদ্যানপালন বিভাগের আধিকারিক অতনু ঘোষ প্রমুখ। আগামী দিনে গড়বেতা ২ ব্লকে এই ধরনের চাষের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার দিশা দেখানো অব্যাহত থাকবে বলে জানান ব্লকের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

রাস্তানির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ বাসিন্দাদের পরিদর্শনে কর্তারা

সংবাদদাতা, আসানসোল : রূপনারায়ণপুর থেকে গৌরান্ডি যাওয়ার রাস্তাটির নির্মাণ শুরু হলেও কাজের মান নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ। খবর প্রকাশিত হতেই বারাবনির বিধায়ক ও মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার সকালে জেলা পরিষদের বিশেষ টিম পরিদর্শনে যায়। ছিলেন সালানপুরের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস, মহম্মদ আরমান, বিদ্যুৎ মিশ্র, ব্লক তৃণমূল সহ সভাপতি ভোলা সিং প্রমুখ। জেলা পরিষদের বিশেষ টিম রাস্তার সামগ্রীর নমুনা নিয়ে যায়। ভোলা সিং বলেন, বিধায়কের চেষ্টায় এই রাস্তা হচ্ছে। মানুষ যখন বলছেন কাজ খারাপ হচ্ছে তখন বিধায়কের নির্দেশে সবাই কাজ দেখে গেলাম। নমুনা পরীক্ষা করা হবে। তার পরই আবার কাজ চালু হবে এবং সেই কাজের প্রতি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি কড়া নজর রাখবে।

'সার' আতঙ্কে আত্মঘাতী মোহনের পরিবারের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : 'সার' আতঙ্কে প্রায় এক সপ্তাহ আগে আত্মঘাতী হন কান্দি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাগডাঙা এলাকার বাসিন্দা মোহন শেখ। ঘটনার পর এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। গভীর সংকটে পড়ে মৃতের পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের নাম খুঁজে না পেয়ে চরম মানসিক চাপে ভুগছিলেন মোহন। তাঁর মনে জন্ম নেয় দেশ ছাড়তে হবে এই আতঙ্ক। সেই ভয়ই শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়। কদিন আগে পাড়ার মাঠে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই পথে মৃত্যু হয় তাঁর। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন, SIR-আতঙ্কে রাজ্যের যেসব মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে দল। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই শুক্রবার কান্দির বাগডাঙায় মোহন শেখের বাড়ি পৌঁছন তৃণমূলে আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত প্রতিনিধিদল নিয়ে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় সহায়তা তুলে দেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন কান্দির বিধায়ক ও বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার। দুজনেই মোহন শেখের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরে সাংবাদিকদের দেবাংশু বলেন, এই মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। ভুল তথ্য ও অযথা আতঙ্কে একজন মানুষের এভাবে প্রাণ যেতে পারে না। এই মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের কমিশন সম্পূর্ণত দায়ী। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে আছি, থাকব। জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, মানুষকে নিরাপদ ও সচেতন রাখতে দল প্রতিটি ক্ষেত্রে নজরদারি করছে। এই পরিবারকে দলের তরফে সবরকম সহায়তা করা হবে।

■ মোহন শেখের মায়ের সঙ্গে দেবাংশু ভট্টাচার্য। কান্দির বাগডাঙায়।

টোটোচালকদের সভা

সংবাদদাতা, দাসপুর : ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি সনাতন বেরার উদ্যোগে হল ই-রিকশাচালকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্র, দাসপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল ভৌমিক, আইএনটিটিইউসির ব্লকের নেতারা।

পরিবেশরক্ষায় বন দফতরের সাইকেল মিছিল

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : সামনেই পর্যটন মরশুম। সেই সময় পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে গড়পঞ্চকোট অবধি পর্যটনক্ষেত্রগুলিতে বিপুল পর্যটকের ঢল নামে। সেই সঙ্গে বাড়ে প্লাস্টিক, থার্মোকলদূষণ। তাই এবার পুরুলিয়াকে দূষণমুক্ত রাখতে আগে থেকেই ময়দানে নামল বন দফতর। শিশুদিবসে পুরুলিয়া বনবিভাগ, কংসাবতী উত্তর বনবিভাগ, কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগ ও বন সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে সচেতনতার বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক সাইকেল মিছিল। কংসাবতী উত্তর বনবিভাগের পাড়া রেঞ্জ অফিস থেকে হুড়া রেঞ্জ অফিস অবধি দীর্ঘ ৪১ কিলোমিটার সাইকেল যাত্রা করে পথপার্শ্বস্থ দোকানদার ও মানুষকে প্লাস্টিকদূষণ নিয়ে সচেতন করলেন আধিকারিকরা। এর পর এমন মিছিল বেরোবে জেলার বাঘমুন্ডি সহ বিভিন্ন ব্লকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পুরুলিয়া জেলার অরণ্য শাখার সভাপতি মন্টু মাহাত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুরুলিয়াকে সবুজ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের পর প্রকল্প নিচ্ছেন। সেই সবুজকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। রুখতে হবে অরণ্যদূষণ। পুরুলিয়া বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, শিশুদিবসেই পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রচারে এই র‍্যালি শুরু করা হল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে সুস্থ পরিবেশ তুলে দেওয়ার দায়িত্ব পালনে আমাদের এই উদ্যোগ।

■ অযোধ্যা পাহাড় থেকে শুরু হল বনবিভাগের সাইকেল র‍্যালি।

জীবনযুদ্ধে জয়ী শিশুকন্যার পাশে জেলা পুলিশ

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

কন্যাসন্তান হওয়ার অপরাধে নিজের ঠাকুমা বিষ দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কয়েকদিনের শিশুকন্যাকে। এবার সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াল বেলিয়াবেড়া থানা। গত ১ নভেম্বর, শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার তালগ্রাম গ্রামে মাত্র আটদিনের এক নবজাতক কন্যাশিশুকে দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। অভিযোগ উঠেছিল শিশুটির ঠাকুমার বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই নবজাতককে শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঘটনার পর শিশুটিকে দ্রুত গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল স্থানান্তরিত করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে শুরু হয় তার জীবন-মরণ লড়াই। মায়ের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দ্রুত চার্জশিট দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরই মাঝে টানা ১১ দিনের কঠিন লড়াই শেষে অবশেষে হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নবজাতকের অদম্য জীবনীশক্তির কাছে হার মানে মৃত্যুফাঁদ। জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসা এই 'অগ্নিকন্যা'র পাশে দাঁড়াল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের বেলিয়াবেড়া থানার তরফে শিশুটির পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল তার নতুন পোশাক ও বেবি ফুড। বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নীলু মণ্ডল শুক্রবার শিশুকন্যাটির বাড়ি পৌঁছে পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বলেন, মেয়ে শিশু যেন আর কখনও অবহেলার শিকার না হয়।

■ শিশুর জন্য পোশাক উপহার দিচ্ছেন ওসি।

১০
১৫ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

15 November, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

■ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনে মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিধাননগর পুরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

প্রতিবেদন: বিধাননগর পুরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পেল দত্তাবাদ। শুক্রবার বিধাননগর পুরনিগমের অন্তর্গত ৩৮ নং ওয়ার্ডের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর আলো দত্ত, কমিশনার সুজয় সরকার এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। কী কী পরিষেবা মিলবে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে? দুঃস্থ পরিবারের প্রসূতিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিশুদের টিকাকরণ ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসাও হবে। মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নের জোয়ার। বিশেষ করে গতি এসেছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। এলাকার বাসিন্দাদের চাহিদামতো তৈরি হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও দেখানো পথেই একের পর উন্নয়নকাজ করছে বিধাননগর পুরসভাও। পুরসভার ৩৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ২০৮ টাকা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে ওঠে বলেও জানান বিধাননগরের মেয়র। নয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে।

শিশুদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: শিশুদিবসে রায়গঞ্জ পুরসভা ও সিনি-র যৌথ উদ্যোগে রায়গঞ্জ পুরসভা শিশু ও বিনোদন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, পুরসভার কো-অর্ডিনেটর সাধন বর্মন, শিল্পী দাস, অর্পিতা মজুমদার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখার্জি, সুশীল গোস্বামী, সিনি-র সুপারভাইজার সুব্রত সাহা প্রমুখ। কন্যাশ্রী মেয়েদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর কচিকাঁচাদের নিয়ে আয়োজিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, যোগ ব্যায়াম প্রতিযোগিতা।

মাদ্রাসা নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা

প্রতিবেদন : ২০২৩ সালের সপ্তম এসএলএসটি-র শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। মোট ১৯টি বিষয়ের বিভিন্ন মাধ্যমের চাকরি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে তাদের ওয়েবসাইটে। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন জানিয়েছিল, এই রাত ৯টায় প্রকাশিত হতে চলেছে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের ১৯টি বিষয়ের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। সেই মতো কমিশনের www.wbmsc.com ওয়েবসাইটে বিষয় ও মাধ্যমভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন।

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে হাতাহাতি

প্রতিবেদন: ফের প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল। বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপিরই মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুর থানার মহারাজপুর এলাকায়। এখানেই শেষ নয়, বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবিতে দলের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন বুথ সভাপতি। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত মহারাজপুর এলাকার পাটন বুথের বিজেপির বুথ সভাপতি গৌতম সরকারের স্ত্রীকে স্থানীয় এক তরুণ কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে বুথ সভাপতির বচসা হয়। ওই রাতে অভিযুক্ত তরুণ বিষয়টি মণ্ডল সভাপতিকে জানিয়েছিলেন। এরপর ওই ঘটনা নিয়ে চার নম্বর জেলা পরিষদের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নারায়ণ সরকার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বুথ সভাপতিকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। গৌতম বলেন, স্থানীয় এক তরুণ আমার স্ত্রীকে কটূক্তি করে। এনিয়ে তার সঙ্গে আমার বচসা হয়। এই প্রেক্ষিতে রাতে মহারাজপুর বাজারে আমাকে মারধর করা হয়। ৪ নম্বর জেলা পরিষদের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আমাকে মারধর করেন। প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়।

বাগান কর্তৃপক্ষের টালবাহানায় বন্ধ বাগান

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি শ্রমিকদের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: প্ররোচনায় পা দিচ্ছেন চা-বাগান মালিকরা। শ্রমিকদের না জানিয়েই বন্ধ করে দেন বাগান। কর্মহীন হয়ে পড়ছেন বহু শ্রমিক। শুক্রবার শ্রম দফতরের উদ্যোগে বাগান খোলার জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয় ডুয়ার্স কন্যায়। কিন্তু দলসিং চা-বাগান কর্তৃপক্ষের টালবাহানায় বাগান খুলল না। এতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তৃণমূল চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, বাগান কর্তৃপক্ষের এই টালবাহানা আমরা মানব না। আমরা শ্রম দফতরকে প্রয়োজনে এসওপি লাগু করে পুরনো মালিকের লিজ বাতিল করার কথা জানিয়েছি। কিন্তু যে করেই হোক বাগানটি খুলতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুজোর বোনাস নিয়ে ঝামেলার কারণে ২০২৩ সালে পুজোর মুখে বন্ধ হয় দলসিংপাড়া। তখন কর্মহীন হয়ে পড়েন প্রায় ২২০০ শ্রমিক। এরপর পেটের দায়ে ভিন রাজ্যে বহু শ্রমিক কাজের খোঁজে চলে যান। বর্তমানে বাগান বন্ধ থাকায় শ্রমিক সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকের বৈঠক নিয়ে আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, দলসিংপাড়া খুলতে বাগান কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে দ্রুত ফের বৈঠক ডাকা হবে। বর্তমানে বাগান বন্ধ থাকায় শ্রমিক সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকের বৈঠক নিয়ে আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি লেবার কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, দলসিংপাড়া খুলতে বাগান কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে দ্রুত ফের বৈঠক ডাকা হবে।

আগাম জামিন নিয়ে ঐতিহাসিক রায়

প্রতিবেদন : অভিযুক্ত নাবালক-নাবালিকার আগাম জামিনের অধিকারের পক্ষে ঐতিহাসিক রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়ে মুর্শিদাবাদের এক নাবালকের পরিবারের দায়ের করা মামলায় চার বছরের শুনানি শেষে শুক্রবার এই রায় দিয়েছে হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ। এর আগে ওই মামলা ফিরিয়ে দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চেও দ্বিমত পোষণ করেন দুই বিচারপতি। তারপর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত, তীর্থঙ্কর ঘোষ ও বিভাস পট্টনায়কের বৃহত্তর বেঞ্চে ২০২১ সাল থেকে চার বছর ধরে শুনানি-শেষে দেওয়া এই রায়ের ফলে অভিযুক্ত নাবালক বা নাবালিকা আগাম জামিনের আবেদন করতে পারবে। কারণ, এতদিন নাবালক-নাবালিকার আগাম জামিন বা রক্ষাকবচের কোনও সংস্থান ছিল না। যদি বৃহত্তর বেঞ্চেও তিন বিচারপতির মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বিচারপতি সেনগুপ্ত ও বিচারপতি ঘোষ নাবালক-নাবালিকাদের আগাম জামিনের আবেদনের পক্ষে মত দিলেও বিরোধিতা করেন বিচারপতি পট্টনায়ক।

নতুন বছরে আধুনিক সুইমিং পুল পাচ্ছে রায়গঞ্জ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: শহরের উন্নয়নে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে রায়গঞ্জ পুরসভা। রাস্তা, পথবাতি, জঞ্জাল পরিষ্কার থেকে পানীয় জল— সব পরিষেবাতেই এগিয়ে রয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভা। এবার নতুন বছরে শহরের বাসিন্দাদের আধুনিক সুইমিং পুল উপহার দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল পুরসভা। এই মর্মে শুক্রবার জায়গা পরিদর্শন করে পুরসভার প্রতিনিধি দল। রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে এই সুইমিং পুলটি নির্মাণ করা হবে শহরের পূর্ব কলেজপাড়ায় অবস্থিত রায়গঞ্জ পুর শিশু ও বিনোদন উদ্যানে। রায়গঞ্জ শহরের মধ্যে সুইমিং পুল এই প্রথম। কর্ণজোড়ায় জেলা প্রশসনিক ভবন সংলগ্ন স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বেশ কিছু বছর থেকে একটি সুইমিং পুল আছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দূরত্ব বেশি হওয়ায় অনেক ইচ্ছুকই সেখানে যেতে পারতেন না। পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, প্রায় ৮ হাজার স্কোয়ার ফিট এলাকাজুড়ে এই পুল তৈরি হবে, যার জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে থাকবে শিশু ও বড়দের কথা মাথায় রেখে সুইমিং পুল। থাকবে ট্রেনার। এই সুইমিং পুলের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করবে পুরসভা। জলের পিউরিফিকেশনের ক্ষেত্রেও থাকবে বিশেষ বন্দোবস্ত। খুব শীঘ্রই সুইমিং পুলের কাজ হয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।

■ জায়গা পরিদর্শনে পুরসভার প্রতিনিধি দল। শুক্রবার।

এবার পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর

(প্রথম পাতার পর)

তাকে অত্যাধুনিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করতে চায় রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজ্য ট্রান্সপোর্ট বিভাগের এয়ারক্র্যাফট ইঞ্জিনিয়ার, রাইটস এবং ভূমি দফতরের আধিকারিকরা এই রানওয়ে পরিদর্শন করেন। খতিয়ে দেখেন জমির মানচিত্র। বিমানবন্দর তৈরির জন্য এখানে ১,৭২২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩৫০ মিটার প্রস্থ জায়গা রয়েছে।

জেলাশাসক সুধীর কোন্থম জানান, টেকনিক্যাল বিষয় দেখার জন্যই এই দলটি এসেছিল। তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, বিমান ওঠানামায় কিছু সমস্যা হবে। কারণ এয়ারস্ট্রিপের একদিকে রেললাইন, অন্যপাশে হাইটেনশন বৈদ্যুতিক তার। টেকনিক্যাল টিমের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হাইটেনশন তার সরিয়ে ফেললে পশ্চিম দিক বরাবর ১৯ আসন বিশিষ্ট ছোট বিমান নামানো সম্ভব হবে। রানওয়ের দৈর্ঘ্য সামান্য বাড়ালে ৪২ আসনের বিমানও ওঠানামা করতে পারবে। বিকল্প হিসেবে এখানে একটি 'এয়ার ট্রেনিং স্কুল' তৈরির পরামর্শও দিয়েছে।

এই এয়ারস্ট্রিপটি ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। ঝাড়খণ্ড সীমান্তঘেঁষা হওয়ায় ঝাড়খণ্ডের একাধিক বড় শহর পাশে রয়েছে। রয়েছে রঘুনাথপুর ও আসানসোলের মতো শিল্পনগর। এটি চালু হলে সরাসরি এক যোগসূত্রে চলে আসবে। আঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। টেকনিক্যাল রিপোর্ট দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে এবং দ্রুত ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভয়াবহ দুর্ঘটনা দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে। প্রাণ হারালেন ৫ জন। শুক্রবার সকালে দিল্লি থেকে গুজরাত যাওয়ার পথে ভিনপুরা গ্রামের কাছে রেলিং ভেঙে খাঁড়িতে পড়ে যায় একটি গাড়ি। মৃত্যু হয় ১৫ বছরের এক কিশোর ও ৬০ বছরের এক বৃদ্ধ-সহ ৫ জনের

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে! এখন ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার নানা কৌশল বিজেপির

লালকেল্লা বিস্ফোরণ, ভোররাতে কাশ্মীরে অভিযুক্ত জঙ্গির বাড়ি উড়িয়ে দিল সেনা

নয়াদিল্লি: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দিল্লি বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত উমরের বাড়ি। শুক্রবার ভোররাতে জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার কৈইল গ্রামে উমরের পৈতৃক দোতলা বাড়িটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। অপারেশন চালায় সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। ওই বাড়িতেই থাকতেন ডাঃ উমর নবির বাবা-মা-সহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য। তাঁদের অবশ্য আগেই সরে যেতে বলা হয়। এই ধরনের ঘটনা জম্মু-কাশ্মীরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।

আতঙ্কবাদকে ধ্বংস করতে আতঙ্কবাদীদের বাড়ি ভেঙে দাও। পহেলগাঁও হামলার পরবর্তী সময়ে একাধিকবার বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার এভাবেই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়ে পহেলগাঁও হামলায় অভিযুক্ত তিন সন্ত্রাসবাদীর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এবার ভাঙল পুলওয়ামায় দিল্লির ঘাতক সন্ত্রাসবাদী উমর নবির বাড়ি।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পুলওয়ামার মুসলিমপোরা এলাকায় উমর নবির বাড়ির সদস্যদের এক মিনিটের নোটিশে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়। তবে কোনও লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়নি তাঁদের। কাশ্মীর পুলিশ ও ভারতীয় সেনা এরপর বাড়িতে বিস্ফোরক লাগানোর কাজ সারে বাড়ি ভাঙার জন্য।

শুক্রবার ভোর হতেই আশপাশের প্রায় এক ডজন বাড়িতে ভারতীয় সেনার জওয়ানরা পৌঁছে যায়। প্রতিবেশীদের প্রায় ডজন খানেক বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের বেরিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই বিস্ফোরকের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় দিল্লি হামলার সন্দেহভাজন জঙ্গি উমর নবির বাড়ি। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণে যে গাড়িটি

ব্যবহৃত হয়েছিল তার চালক যে উমর নবিই ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে ডিএনএ পরীক্ষায়। উমর নবির বাবা, মা ও দুই ভাইকে আটক করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ডিএনএ মিলেছে ঘাতক গাড়ি চালকের, দাবি গোয়েন্দাদের। এরপর বৃহস্পতিবার ছেড়ে দেওয়া হয় নবির বাবা-মাকে। তাঁরা বাড়ি পৌঁছানোর পর ভোররাতে ভেঙে দেওয়া হয় তাঁদের বাড়ি। ওই বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আশপাশের প্রায় এক ডজন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির বাসিন্দাদের প্রশ্ন, তাঁদের কী দোষ ছিল? তাঁদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে? প্রশ্ন উঠেছে, গাড়ির মধ্যে তল্লাশি করে গোমাংস খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু জঙ্গিদের বিস্ফোরক পাওয়া যায় না কেন?

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এক্স-হ্যান্ডেলে দ্বিতীয় বার্তাই কি সেদিন আতঙ্কিত করে তুলেছিল বিস্ফোরণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত চিকিৎসক উমরকে? লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ কি সেই আতঙ্কেরই পরিণতি? এক্স-হ্যান্ডেলের দ্বিতীয় বার্তায় বলা হয়েছিল—পালাতে পারলেও লুকোতে পারবে না। এনআইএ-র তদন্তকারীরা মনে করছেন, বার্তাটি দেওয়া হয়েছিল পলাতক উমরের উদ্দেশেই। লক্ষণীয়, ১০ নভেম্বর বিস্ফোরণের দিন দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ তাদের এক্স-হ্যান্ডেলে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাতে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে আরিফ নিসার দার, ইয়াসিরউল আশরফ, মকসুদ আহমেদ দার, মৌলবি ইরফান আহমেদ, জমির আহমেদ, চিকিৎসক মুজাম্মিল আহমেদ গনাই এবং চিকিৎসক আদিলকে। শনাক্ত করা হয়েছে আরও কয়েকজনকে। দ্রুত গ্রেফতার করা হবে তাদের। এর ৪ ঘণ্টা পরেই দ্বিতীয় বার্তা জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে। বলা হয়েছিল— ইউ ক্যান রান, বাট ইউ ক্যান নট হাইড। অর্থাৎ স্পষ্ট বার্তা, তুমি পালাতে পারলেও লুকোতে পারবে না। এই বার্তাতেই সম্ভবত ব্যাপক ঘাবড়ে যায় উমর। এর ৪২ মিনিট পরে অর্থাৎ ৬টা ৫২ মিনিটে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ হয় গাড়িতে। আসলে প্রথম বার্তার পরেই উমর বুঝতে পেরেছিল, যে কোনও সময় ধরা পড়ে যেতে পারে সে। সঙ্গীদের গ্রেফতারের খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল সে। তাই ফরিদাবাদ থেকে দিল্লি পৌঁছে প্রথমে ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে যায় উমর। অপেক্ষার পরে কনট প্লেসে যায়। পরে লালকেল্লার কাছে গাড়ি পার্ক করে তার মধ্যেই বসেছিল সে। আতঙ্কিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়েও যায় সে। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রের দাবি, আই-২০ গাড়িতে রাখা বিস্ফোরক পাকাপাকিভাবে বিস্ফোরণের জন্য তৈরি ছিল না। এই বিস্ফোরণ, প্রিম্যাচিওর, নট ফুললি ডেভেলপড।

নীতীশকে কতদিন হজম করবে বিজেপি? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের

পাটনা: বিহারের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন হলেও শেষপর্যন্ত নীতীশ কুমারকে আদৌ হজম করতে পারবে তো বিজেপি? পারলেও কতদিন? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে মুখে মুখে। আসন সংখ্যার বিচারে বিজেপির ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে নীতীশের জেডিইউ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের তাই ধারণা, এখনই হয়তো নীতীশকে ঘাঁটাতে চাইবে না নরেন্দ্র মোদির দল। তবে রীতিমতো চাপে রাখবে তাঁকে। কারণ, বিজেপি-জেডিইউ পরস্পরের হাত ধরে নির্বাচনী বৈতরণী পার হলেও সেই বন্ধুত্বের বন্ধন আদৌ কতটা দৃঢ়, তা নিয়ে সংশয় আছে দু'পক্ষেরই। সেই কারণেই এবারে নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতীশের নাম ঘোষণা করেনি এনডিএ। কারণ একটাই। অনেকটাই কমে গেছে নীতীশের বিশ্বাসযোগ্যতা। বেশ কয়েকবার

কোন পথে এগোবে বিহারের সমীকরণ?

শিবির বদলের রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন তিনি। আবারও যে সেই একই পথে হাঁটবেন না নীতীশ, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আরও একটা বিষয়, বয়সজনিত কারণে নীতীশ কতদিন টানতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রিত্বের গুরুদায়িত্ব, সন্দেহ আছে তা নিয়েও। কারণ, ইতিমধ্যেই তিনি অনেক কিছু মনে রাখতে পারছেন না বলে শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে। তাছাড়া, সুকৌশলে মহিলাদের মন জয়ের চেষ্টা করলেও নীতীশের সুদীর্ঘ জমানায় বহুক্ষেত্রেই দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়েছে বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, জেডিইউ যতই দাবি করুক, নীতীশকে দেখেই মানুষ ভোট দিয়েছে এনডিএকে, বিজেপি কিন্তু তা মানতে রাজি নয় মোটেই। তাদের দাবি, জয় এসেছে মোদির জন্যই। সবমিলিয়ে বিজেপির একটা বড় অংশ মনে করছে, এবারে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত বিজেপির কোনও যোগ্য নেতার।

উপনির্বাচনে ধরাশায়ী বিজেপি

জয়পুর: রাজস্থানের উপনির্বাচনে গোহারা হারল বিজেপি। অন্তা বিধানসভা কেন্দ্র হাতছাড়া হয়ে গেল তাদের। এক সরকারি আধিকারিককে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকির অভিযোগ উঠেছিল অন্তার গেরুয়া বিধায়ক কাঁওয়ারলাল মীনার বিরুদ্ধে। ওই মামলায় দোষী সব্যস্ত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বিধায়কপদ হারিয়েছিলেন তিনি। সেই শূন্য আসনেই উপনির্বাচন হয়েছিল ১১ নভেম্বর। শুক্রবার ছিল গণনা। আসনটি ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস। বিজেপির অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে গণনার প্রথম দিকে বিজেপিকে তৃতীয় স্থানে ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে এসেছিল নির্দল প্রার্থী। শুধু রাজস্থানের অন্তা নয়, পাঞ্জাবের তরণ তারনে বিজেপি হেরেছে আপের কাছে। এখানে বিজেপিকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে শিরোমনি আকালি দল। ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় ৩৮,৫২৪ ভোটে বিজেপি প্রার্থী বাবুলাল সোরেনকে ধরাশায়ী করেছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার সোমেশ চন্দ্র সোরেন। ১১ নভেম্বর ৬টি রাজ্যের যে ৮টি কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচন হয়েছিল তার মধ্যে ৬টি আসনেই জিতেছেন অবিজেপি প্রার্থীরা। শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের নাগ্রোটা এবং ওড়িশা'র নুয়াপাড় আসন পেয়েছে বিজেপি।

কংগ্রেসের হাত ধরেই ভরাডুবি আরজেডির

পাটনা: আবার ভরাডুবি কংগ্রেসের। শুধু তাদের নয়, কংগ্রেসের হাত ধরে বিহারে ভরাডুবি হল আরজেডিরও। এত ঢাকঢোল পেটানোর পর কংগ্রসের ঝুলিতে শেষপর্যন্ত মাত্র ৬টি আসন। আরজেডি নেতা তেজস্বী যে উদ্যমে কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়েছিলেন বিজেপি-নীতীশের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে তা মাঠে মারা যাওয়ার জন্য আঙুল উঠেছে কংগ্রেসের দিকেই। ফলে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল কংগ্রেস। প্রশ্ন উঠল রাহুল গান্ধী-সহ দলীয় নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও। ঘটনাচক্রে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনেই বিহারে কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরিণতি।

চেন্নাইয়ে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

চেন্নাই: মহড়ার সময় ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান। অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন পাইলট। শুক্রবার সকালে চেন্নাইয়ের তাম্বারমের ঘটনা। জানা গিয়েছে, রুটিন মহড়া চলছিল বায়ুসেনার। আচমকাই পিলাটাস পিসি-৭ বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন পাইলট। গোত্তা খেতে খেতে সেটি আছড়ে পড়ে মাটিতে। তবে লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে বিমানটি ভেঙে পড়ায় এড়ানো গেছে বড় রকমের দুর্ঘটনা। 'ইজেক্ট' করে আশ্চর্যজনকভাবে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন

পাইলট। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। লক্ষণীয় গত জুলাইতেই রাজস্থানের চুরুতে মহড়ার সময় ভেঙে পড়ে একটি জাগুয়ার বিমান। প্রাণ হারান দুই পাইলট। মার্চে হরিয়ানার আমবালায় একইভাবে ভেঙে পড়েছিল জাগুয়ার বিমান। তবে নিরাপদে বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন পাইলট। একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছিল গুজরাতের জামনগরেও।

দেশ বিদেশ

15 November, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৪৩ দিন পর মার্কিন প্রশাসনে শাটডাউন-এর অবসান হয়েছে। মার্কিন আইনসভার উচ্চকক্ষ সেনেটে আগেই এই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়েছিল। বুধবার নিম্নকক্ষেও বিলটি পাশ করাতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি। উভয় কক্ষে বিল পাশ হওয়ার পরেই অচলাবস্থা কাটল

জালিয়াতির অভিযোগে ভারত ও বাংলাদেশের জন্য এবার গণভিসা বাতিল করতে চায় কানাডা

ভিসানীতিতে পরিবর্তন

অটোয়া: বারবার জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় কানাডার ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ এবং কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির মতো সংস্থাগুলি এবার ভারত ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলিকে লক্ষ্য করে একধিক পদক্ষেপ নিতে চাইছে। এজন্য ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেরই বহু সংখ্যক ভিসা আবেদন বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার সুপারিশ করেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি। নতুন প্রস্তাবে ভিসা যাচাই করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে ভারত ও বাংলাদেশের আবেদনকারীদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই পদক্ষেপটি এমন সময়ে আসছে যখন অগাস্ট মাসে ভারতীয় ছাত্রদের স্টাডি ভিসার প্রত্যাখ্যানের হার প্রায় ৭৪ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি চারজন ভারতীয় আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় তিনজনকেই স্টাডি পারমিট দিতে অস্বীকার করেছে কানাডা। সংবাদমাধ্যম সিবিসির উদ্ধৃত অভ্যন্তরীণ নথিগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, ইমিগ্রেশন রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডা এবং কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি জালিয়াতিমূলক ভিসা আবেদন শনাক্ত ও বাতিল করার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

এই সংস্থাগুলি বিষয়টি মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশেষ ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে এবং জরুরি অবস্থা যেমন মহামারী, যুদ্ধ বা নির্দিষ্ট দেশ-সম্পর্কিত ক্ষেত্রে একযোগে ভিসা বাতিলের অনুমতি দিতে নতুন নিয়মের প্রস্তাব করছে। যদিও ইমিগ্রেশন মন্ত্রী লেনা দিয়াব প্রকাশ্যে বলেছেন যে এই ক্ষমতাগুলি শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তিনি নির্দিষ্ট কোনও দেশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে কি না, তা স্পষ্ট করেননি। নাগরিক সমাজের তিনশোরও বেশি সংগঠন এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, সতর্ক করে জানিয়েছে যে এটি সরকারকে দলগত ভিত্তিতে ভিসা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার সুযোগ দিয়ে একটি 'গণ-বহিষ্কার ব্যবস্থা' তৈরি করতে পারে। অভিবাসন আইনজীবীরাও সিবিসি-কে বলেছেন যে এই পদক্ষেপটি হয়তো প্রকৃত জালিয়াতি মোকাবিলার চেয়ে কানাডার ক্রমবর্ধমান ভিসা জট কমানোর লক্ষ্যেই করা হয়েছে। নথিগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে আশ্রয় দাবির সংখ্যা ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি মাসে ৫০০-এর কম থেকে বেড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসের মধ্যে প্রতি মাসে প্রায় ২,০০০-এ পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধির ফলে ভারত থেকে আসা অস্থায়ী রেসিডেন্ট ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় বেড়েছে, যা ২০২৩ সালের জুলাই মাসের ৩০ দিন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ৫৪ দিন হয়েছে। অতিরিক্ত যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার কারণে অনুমোদনের সংখ্যাও ২০২৪ সালের জানুয়ারির ৬৩,০০০ থেকে কমে জুন মাসে ৪৮,০০০-এ নেমে এসেছে। যদিও ভারত এখনও কানাডার আন্তর্জাতিক ছাত্রদের প্রধান উৎস, তবে এখন ১,০০০-এর বেশি আবেদনকারী দেশগুলির মধ্যে স্টাডি পারমিট প্রত্যাখ্যানের সর্বোচ্চ হারও ভারতের। ২০২৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষ ১,৮৭৩ জন আবেদনকারীকে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চিহ্নিত করেছে এবং তাদের অধিকার ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে।

ইউনুস জমানায় সংকটে নারী-নিরাপত্তা

শাহবাগে কর্মসূচি পালন

ঢাকা: নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে ঢাকার রাজপথে আন্দোলনে নামলেন মহিলারা। মুখে কালো কাপড় বেঁধে শুক্রবার রাজধানী ঢাকার শাহবাগে মৌন মিছিল এবং সমাবেশ করল বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা সংগঠন। সরব হলেন জামাত এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দেশের নারীসমাজ আবার ফিরে যাচ্ছে অন্ধকারে। তাঁদের উপরে বেড়েই চলেছে হিংসাত্মক ঘটনা। নির্যাতন এবং অসম্মানের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। মহিলাদের দ্রুত ঘরে ফিরিয়ে দিতে তাঁদের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্পষ্টতই আঙুল উঠেছে মহম্মদ ইউনুস এবং তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, মহিলাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশে এদিন সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে বিএনপি। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। জামাতকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলে তিনি অভিযোগ করেন, একটি বিশেষ দল ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে ব্যবসা করছে। মহিলাদের উপরে নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা চায় নারীরা ঘরে বন্দি থাকুক। বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ যেন অন্ধকারে থাকে। বিএনপির বক্তব্য, ভেবেছিলাম জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পরে খুন-ধর্ষণ কমবে। কিন্তু কোথায় পরিবর্তন? কাজের সময় কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে সমাবেশ থেকে আওয়াজ ওঠে, পাঁচ নয় আট, তুমি বলার কে? লক্ষণীয়, গত কয়েকমাস ধরেই একের পর এক গণবিক্ষোভের মুখে ইউনুসের সরকার। প্রথমে আনসার বিদ্রোহ, তারপরে শিক্ষক বিদ্রোহ। এবারে মহিলারা নামলেন রাজপথে।

তালিবানি কায়দায় মেডিক্যাল কলেজে পড়াতেন জঙ্গি উমর

ফরিদাবাদ: একঝাঁক ডাক্তারের জঙ্গিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর এবার বিতর্কের কেন্দ্রে বিজেপি রাজ্য হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ও মৃত্যুর ঘটনার পর এই প্রতিষ্ঠান ঘিরে তথ্যতালাশ শুরু হতেই এখানকার একাধিক শিক্ষা সংক্রান্ত অনিয়ম উঠে আসছে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাই অতীতে প্রতারণার অভিযোগে জেলবন্দি ছিলেন। বিপুল অর্থের বিনিময়ে এমবিবিএস পড়তে এসেও পড়াশুনোর মান নিয়ে এখন অভিযোগ শোনা যাচ্ছে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের গলায়। অনেকেই বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, আত্মঘাতী জঙ্গি চিকিৎসক উমর নবি ডাক্তারি পড়াতে এসেও পিছিয়ে পড়া ধর্মান্ধ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতেন। শিক্ষক হিসাবে উমরের তালিবানি শাসনের ঘটনা এবার প্রকাশ্যে চলে এল দিল্লি বিস্ফোরণের সূত্র ধরে।

আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একাধিক জঙ্গি ডেরা বেঁধেছিল, দিল্লি বিস্ফোরণের পরে তার সম্পর্কে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির ভূমিকা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অনিয়মই নয়, আলোচনা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান নিয়েও। পড়ুয়াদের দাবি, পড়ানোর মান ভাল নয়। ডাক্তারি কোর্সে সঠিক সময়ে প্র্যাকটিকালও হত না। একইসঙ্গে প্রকাশ্যে এসেছে লালকেল্লা বিস্ফোরণের আত্মঘাতী জঙ্গি-শিক্ষক উমর নবির ভূমিকা। পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, উমর নবি তালিবানি শাসন চালাতেন এই মেডিক্যাল কলেজে। নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন করতেন। অন্যান্য সব এমবিবিএস বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও ছেলে-মেয়ে পড়ুয়ারা একসঙ্গে বসে পড়াশোনা করতেন। তবে উমর নবি শিক্ষক হিসাবে কাজ শুরু করার পরেই ছেলে ও মেয়েদের আলাদা বসার ফতোয়া জারি করে দেন। এখানেই শেষ নয়। অভিযোগ উঠছে, পড়ানোর মাঝে তালিবানি শাসনের পক্ষে সওয়াল করতে দেখা যেত উমর নবিকে। তালিবানি শাসকরা সমাজের শৃঙ্খলা রাখার ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী, পড়ুয়াদের তা বোঝানোর চেষ্টা করতে দেখা যেত তাঁকে। ক্লাসের বাইরেও তালিবানি শাসনের পক্ষে প্রচার চালাতেন জঙ্গি-চিকিৎসক উমর।

বিহার ও বাংলা আলাদা

(প্রথম পাতার পর)

গামছারও ইচ্ছা হয় ধোপা বাড়ি যাওয়ার। বিহার আপনারা যেভাবে পেয়েছেন, যে রসায়নে পেয়েছেন, বাংলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলার মানুষ বিজেপিকে ঘৃণা করেন। আপনারা বাংলাকে অপমান করেছেন, বাংলা ভাষাকে অপমান করেছেন, বাংলাদেশি বলে মানুষকে জেলে ভরে দিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচার করেছেন। ২০২৬-এ বাংলার মানুষ এর জবাব দেবেন। তাঁর সংযোজন, বাংলায় জঙ্গলরাজ ছিল বাম আমলে। এখন বাংলা দেশের নিরাপদতম রাজ্য। কাশ্মীর থেকে দিল্লি, পরপর বিস্ফোরণ বারবার দেখিয়ে দিচ্ছে বাংলাই নিরাপদতম। আপনারা এখানে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেও জিততে পারেননি। পারবেনও না। তৃণমূল কংগ্রেস ২৫০-র বেশি আসন নিয়ে আবার ক্ষমতায় আসবে। চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা।

বিহারের ভোটে এবার তেজস্বী যাদবের আরজেডি ও কংগ্রেসের মহাজোটকে পর্যুদস্ত করেছে নীতীশ কুমার-বিজেপি। ২০২টি আসনে জয়ী হয়েছে তারা। সেখানে প্রধান বিরোধী আরজেডি পেয়েছে মাত্র ২৫টি আসন। আর কংগ্রেসের কপালে জুটেছে মাত্র ৪টি। এই ফলাফলে উৎফুল্ল হয়ে বিজেপির জাতীয় ও বঙ্গ নেতৃত্ব লাফালাফি শুরু করেছে। তারা বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তাদের প্রত্যাশাকে উড়িয়ে তৃণমূল সাফ জানিয়ে দিল, বিহারের সমীকরণের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নেই। বিহারের নির্বাচনী ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না বাংলায়। বাংলার ভোটে উন্নয়ন, ঐক্য, সম্প্রীতি, অধিকার, আত্মসম্মান ফ্যাক্টর। তাই বিহারের সঙ্গে কষ্টকল্পিত তুলনা করবেন না। তৃণমূলের বক্তব্য, বিহার দেখিয়ে বাংলাকে যেসব বিজেপি নেতা হুমকি দিচ্ছেন, তাঁদের বলব, অকারণ সময় নষ্ট করছেন। বাংলার মানুষের অধিকার, আত্মসম্মানকে আঘাত করে, শুধু অন্য রাজ্য দেখিয়ে মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বিহার-সহ বহু রাজ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের মডেল ফলো করছে। বাংলার মানুষ সার্বিক স্বার্থেই তৃণমূলকে সমর্থন করেন এবং করবেনও। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বাংলায় বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই। সব অপমানের জবাব দেবেন বাংলার মানুষ। বিজেপি এখন থেকে দিন গুনুক। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ, একজনই আছেন। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের আশীর্বাদে আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনিই। সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, বাংলার মানুষকে ওরা যত অপমান করবে, বাংলা থেকে তত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাঙালি-বিদ্বেষী দলটা। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমও বলেন, বিহারের এই ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না। এসআইআর করুক আর যাই করুক, তৃণমূলকে বাংলার মানুষের মন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না বিজেপি। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, বিজেপিকে রুখতে যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, কংগ্রেস তা তৈরি করতে পারেনি। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সফল বিজেপিকে হারাতে। তা বারবার প্রমাণ হয়েছে। বিজেপির ভোটচুরি আটকাতে একমাত্র তৃণমূলই পেরেছে। বিজেপি-বিরোধী লড়াইয়ে দেশে একমাত্র ভরসাযোগ্য মুখ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। এদিকে কংগ্রেসও এদিন সাফ জানিয়েছে, এই ফলাফল আদতে বিহারের জনমত। এটি আসলে বিজেপির ভোট-চুরির ফলাফল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসতে চলেছে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘আবার প্রলয়’-এর সিজন ২। সিজন ২ তেও থাকছেন অফিসার অনিমেষ দত্ত। যে চরিত্রে অভিনয় করবেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

দুই থ্রিলারের তৃতীয় সিজন

নভেম্বরের সপ্তাহান্তে ভরপুর বিনোদনের রসদ নিয়ে হাজির দুই জমজমাট ওয়েব সিরিজ। ‘দিল্লি ক্রাইম’-সিজন ৩ এবং ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ সিজন ৩। একটির স্ট্রিমিং শুরু হল গতকাল এবং অপরটি শুরু হবে আগামী সপ্তাহে। দুটি নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

দিল্লি ক্রাইম সিজন ৩

■ ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে বাসে গণধর্ষণের একটি ঘটনা পুরো ভারতবাসীকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল। একটি মেয়েকে ছ’জন পুরুষ মিলে গণধর্ষণ করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মেয়েটি অনেকগুলো দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মারা যায়। ঘটনাটি পুরো দেশের মানুষের বিবেক, বোধ, বুদ্ধিকে নাড়িয়ে দেয়। দিল্লি পুলিশের কেস ফাইলে এর আগে কখনও এমন বীভৎস ও অমানবিক ঘটনা আগে আসেনি। সেই কুখ্যাত ‘নির্ভয়া’ কাণ্ড নিয়ে তৈরি হয়েছিল ওয়েব সিরিজ ‘দিল্লি ক্রাইম সিজন ১’। ২০১৯-এ সাতটি পর্বের সেই ক্রাইম থ্রিলার মুক্তির পরেই খুব সাড়া ফেলেছিল। এরপর সময়, চাহিদা ও দর্শকদের দাবি মেনেই ২০২২-এ আসে এই ওয়েব সিরিজেরই দু’নম্বর মরশুম। সেখানে এক ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক তদন্তে নামেন ডিএসপি বর্তিকা চতুর্বেদী। এই সিজনটিও যথেষ্ট প্রশংসা পায় দর্শক এবং সমালোচক মহলে। এরপর সবাই

তৃতীয় সিজন দেখার জন্য মুখিয়ে ছিল। প্রায় চারবছর পর গতকাল থেকে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং শুরু হল সেই বহু প্রতীক্ষিত ‘দিল্লি ক্রাইম সিজন ৩’ এর। নির্ভীক ডিএসপি বর্তিকা আগে দু’বার দুটো কুখ্যাত কেসের কান্ডারি ছিলেন, এবারেও তাই। এই মরশুমেও কেন্দ্রীয় চরিত্রে ‘ম্যাডাম স্যার’ বর্তিকা করছেন কোন এক রহস্যের তদন্ত এবং উদঘাটন। কী সেই রহস্য? একটি পরিত্যক্ত শিশুকে পাওয়া নিয়ে শুরু হয় গল্প। স্থানীয় একটি ঘটনা, যার তদন্তের রেশ সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আগের দুটো সিজনের মতোই রুদ্ধশ্বাস, টানটান ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ এই সিজনটিও। বর্তিকা চতুর্বেদী এবার অসমের শিলচরে কর্মরত। নারী বা মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে এই পর্বে তিনি এবং তাঁর টিম নেমেছেন ময়দানে। সিরিজের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ছোট্ট মেয়ে। যার সংগ্রাম গল্পই মূল উপজীব্য। ছয় পর্বের এই মরশুমে শিশুকন্যা ও নাবালিকা পাচার, শিশু চুরি এবং যৌন দাসত্বের মতো ভয়ানক বিষয়গুলো সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। নারীদের ওপর অত্যাচার, শোষণের দলিল এই ওয়েব সিরিজ। সিরিজে নেগেটিভ রোলে হুমা কুরেশি এক কথায় অনবদ্য। পরিচালক তনুজ চোপড়ার দক্ষ পরিচালনা ও শক্তিশালী কাস্টিং-এর দৌলতে আবার ‘দিল্লি ক্রাইম’ সিজন ৩ সুপারহিট। মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন শেফালি শাহ, হুমা কুরেশি, মিতা বশিষ্ঠ, রাজেশ তাইলাং, রসিকা দুগাল, অনুরাগ অরোরা, জয়া ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ, গোপাল দত্ত প্রমুখ।

দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন ৩

■ আবার একবার শ্রীকান্ত তিওয়ারি আসছেন দর্শকের দরবারে। তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। সাদামাটা মধ্যবিত্ত মানুষ এতদিন অনেক কেরামতি দেখিয়ে ফেলেছেন। এবার আরও বড় ধরনের ঘোরালো, জটিল এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির চাপ মাথায় নিয়ে তিনি ফিরছেন। কী সেই চাপ দেখতে গেলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী ২১ নভেম্বর আমাজন প্রাইমে মুক্তি পাচ্ছে ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’-এর তৃতীয় মরশুম। সপ্তাহান্তে এর চেয়ে ভাল বিনোদন আর কী হতে পারে! প্রথম দু’টি মরশুম সাড়া ফেলেছিল দর্শক এবং সমালোচক মহলে। তাই পরবর্তী সিজনের মুক্তি নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হল। মনোজ বাজপেয়ী তো রয়েছেনই এই সিজনে সঙ্গে এবার থাকছেন আরও এক বলিষ্ঠ অভিনেতা।

‘পাতাল লোক’, ‘জানে জান’ ‘মহারাজ’ খ্যাত অভিনেতা জয়দীপ অহলাওয়াত। মাদকচক্রের এক নেতার চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। ২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছিল মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ সিরিজের প্রথম মরশুম। রাজ নিদিমরু এবং কৃষ্ণা ডি কে পরিচালিত সিরিজটির মূল কাহিনি এক মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি ম্যান শ্রীকান্ত তিওয়ারিকে নিয়ে। যিনি একজন দায়িত্ববান স্বামী এবং দুই সন্তানের পিতা। পেশায় ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র থ্রেট অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স সেল (টিএএসসি)-এর একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তা। শ্রীকান্ত তাঁর চাকরি এবং পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা মানুষ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, অপরাধের বিরুদ্ধে লড়েন আর সেই কারণেই এই পেশায় থাকার যে দুর্ভোগ বা বিপত্তি সেটাও তাঁর পরিবারকে ভুগতে হয় মাঝে মধ্যেই। কিন্তু তিনি লড়াই চালিয়ে যান। তবে এবার অবস্থা আরও সঙিন! নতুন সিজনের বড় চমক। এই পর্বে শ্রীকান্ত রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী। গোটা দেশের কাছে তিনি ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল। শ্রীকান্ত পলাতক। নিজের পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কে মূল প্রতিপক্ষ! কে এই ষড়যন্ত্রের মাস্টারমাইন্ড! আগের দুটো মরশুমের চেয়ে বেশি অ্যাকশন প্যাক তৃতীয় মরশুম। আরও বেশি বিপদে পড়তে চলেছেন শ্রীকান্ত তিওয়ারি। ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ সিরিজের আগের মরশুমগুলোর মতোই এবারও থাকছেন প্রিয়মণি, অশ্লেষা ঠাকুর, শ্রেয়া ধন্বন্তরি, গুল পনাগ ও বেদান্ত সিনহা, নিমরত কৌর সহ আরও অনেকে।

মাঠে ময়দানে
15 November, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বছরের সেরা গোল পুসকাস পুরস্কারের দৌড়ে বার্সা তারকা লামিনে ইয়ামাল

অঙ্কিতার সোনা

ঢাকা : এশীয় তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে বড় চমক দিলেন অঙ্কিতা ভকত। শুক্রবার ঢাকায় আয়োজিত টুর্নামেন্ট অঙ্কিতা অলিম্পিকে রুপোজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার নাম সুবি ওনকে হারিয়ে মেয়েদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। ফাইনালে কোরিয়ান প্রতিপক্ষকে ৭-৩ পয়েন্টে পরাস্ত করেন অঙ্কিতা। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আরেক ভারতীয় তিরন্দাজ সঙ্গীতা। তিনি তৃতীয় স্থান নির্নায়ক ম্যাচে ৬-৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন দীপিকা কুমারীকে। এদিকে, ছেলেদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ভারতের ধীরাজ বোম্মদেভারা। ফাইনালে তিনি ৬-২ পয়েন্টে হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় তিরন্দাজ রাহুলকে। ফলে এই ইভেন্টে রুপোও এসেছে ভারতের ঝুলিতে। এর আগে ছেলেদের রিকার্ভ ইভেন্টের দলগত বিভাগেও সোনা জিতেছিল ভারত। অতনু দাস, রাহুল ও যশদীপ ভোগেকে নিয়ে গড়া ভারতীয় দল দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-৪ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা ছিনিয়ে নেয়।

ইনিংসে জয়

সিলেট : প্রত্যাশামতোই সিলেট টেস্ট জিতল বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছে তারা। গতকালের ৫ উইকেটে ৮৬ রান হাতে নিয়ে শুক্রবার মাঠে নেমেছিল আইরিশরা। শেষ পর্যন্ত ২৫৪ রানই গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস। অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন। বাংলাদেশের হাসান মুরাদ ৪ উইকেট ও তাইজুল ইসলাম ৩ উইকেট দখল করেন। প্রথম ইনিংসে ১৭১ রানের অনবদ্য সেঞ্চুরি হাঁকানোর সুবাদে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মাহমুদুল হাসান।

স্বস্তি নাগালের

নয়াদিল্লি : অবশেষে স্বস্তি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্লে-অফ খেলার জন্য অবশেষে চিনের ভিসা পেলেন সুমিত নাগাল। এর আগে কোনও কারণ না দেখিয়েই নাগালের ভিসার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল চিনা দূতাবাস। গত মঙ্গলবার যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে ভারতে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন ভারতীয় টেনিস তারকা। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে নাগাল জানিয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি চিনে যাওয়ার ভিসা পেয়ে গিয়েছি। প্রসঙ্গত, চিনের চেংদুয়ে আগামী ২৪ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত হবে প্লে-অফ টুর্নামেন্ট।

দেশের জার্সিতে প্রথম লাল কার্ড রোনাল্ডোর, হার দলের

লাল কার্ড। মাঠ ছাড়ছেন বিধ্বস্ত রোনাল্ডো।

ডাবলিন, ১৪ নভেম্বর : ২২ বছরের ফুটবল কেরিয়ারে দেশের জার্সিতে প্রথমবার লাল কার্ড দেখলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! নিটফল, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে আয়ারল্যান্ডের কাছে ০-২ গোলে হার পর্তুগালের। ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপ টিকিটের জন্য অপেক্ষা বাড়ল পর্তুগিজদের। ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে এখনও বাছাই পর্বের গ্রুপ এফ-এর শীর্ষে রয়েছে পর্তুগাল। রবিবার আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটা জিততে হবে মূলপর্বের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য।

তবে লাল কার্ড দেখায়, ওই ম্যাচে পাওয়া যাবে না রোনাল্ডোকে। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করলেও, প্রথম দুই ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই হয়তো খেলতে হবে পর্তুগালকে। ম্যাচের ৬১ মিনিটে রোনাল্ডো যেভাবে আইরিশ ডিফেন্ডার দারা ও'শেয়ারকে কনুই দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেছেন, তাতে তিনি তিন ম্যাচের জন্য নিবাসিত হতে পারেন। কারণ এই ধরনের ফাউলের (সরাসরি ঘুসি, লাথি বা কনুই দিয়ে আঘাত) শাস্তি ফিফার নিয়ম অনুযায়ী—অন্তত তিন ম্যাচের। আপাতত তাই ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তের উপর ঝুলে রয়েছে রোনাল্ডোর ভাগ্য।

ড্র করলেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে অ্যাওয়ে ম্যাচের শুরু থেকেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছে পর্তুগাল। ১৭ মিনিটে ট্রয় প্যারটের গোলে এগিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ৪৫ মিনিটে ট্রয়ের গোলেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আইরিশরা। দু'গোলে পিছিয়ে পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পর্তুগিজরা। ৬১ মিনিটে রোনাল্ডোর লাল কার্ড।

মাঠ ছেড়ে বেরোনোর সময় আয়ারল্যান্ডের কোচ হেইমির হলগ্রিমসনের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা কাটাকাটি হয় রোনাল্ডোর। ম্যাচের আগেই রোনাল্ডো বিপক্ষ কোচের বিরুদ্ধে রেফারিকে প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলেছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। যদিও ম্যাচের পর আয়ারল্যান্ড কোচের দাবি, রোনাল্ডো নিজের দোষেই লাল কার্ড দেখেছে। এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, রোনাল্ডোর সতীর্থ বের্নার্দো সিলভার বক্তব্য, আমরা খুব খারাপ খেলেছি। আয়ারল্যান্ড খুব সংগঠিত দল। যোগ্য হিসাবেই ওরা জিতেছে।

এমবাপের ৪০০, বিশ্বকাপে ফ্রান্স

বল নিয়ে এগোচ্ছেন এমবাপে। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে।

প্যারিস, ১৪ নভেম্বর : পেশাদার ফুটবলে ৪০০ গোলের মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন কিলিয়ান এমবাপে। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই এই কীর্তির অধিকারী হলেন তিনি। এত কম বয়সে ৪০০ গোল করতে পারেননি লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও।

ফ্রান্সও ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট আদায় করে নিল। এমবাপের জোড়া গোলে ইউক্রেনকে ৪-০ গোলে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই দু'বারের বিশ্বকাপজয়ীদের মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত হয়ে যায়। ম্যাচে ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ফ্রান্সের প্রথম গোলটি করেন এমবাপে। ৭৬ মিনিটে মাইকেল ওলিসের গোলে ২-০। এরপর ৮৩ মিনিটে ফের গোল করেন এমবাপে। ৮৮ মিনিটে ফ্রান্সের চতুর্থ গোলটি করেন হুগো একিতেকে। এদিনের জয়ের পর, আজারবাইজানের বিরুদ্ধে বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচটি ফরাসিদের কাছে নিছকই নিয়মরক্ষার।

কেরিয়ারের ৫৩৭তম ম্যাচে ৪০০ গোলের দেখা পেলেন এমবাপে। এর মধ্যে জাতীয় দলের জার্সিতে করেছেন ৫৫টি গোল। এই বয়সে পেশাদার ফুটবলে ৪৬১ ম্যাচ খেলে ৩৪৮টি গোল করেছিলেন মেসি। অন্যদিকে, রোনাল্ডো ৪৭১ ম্যাচে করেছিলেন ২১৩টি গোল। ম্যাচের পর এমবাপে বলেছেন, ৪০০ গোল করে মানুষকে প্রভাবিত করা যায় না। চমকে দেওয়ার জন্য আরও অন্তত ৪০০ গোল করতে হবে। ক্রিশ্চিয়ানো এক হাজার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব! ওঁকে ছোঁয়া অসম্ভব। তবে ওঁর কাছাকাছি পৌঁছনোর একটা চেষ্টা তো করতেই হবে।

এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ইতালি ২-০ গোলে হারিয়েছে মলটোভাকে। এই জয়ের সুবাদে বিশ্বকাপের প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে আই গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইতালি। গ্রুপের শীর্ষ রয়েছে নরওয়ে। আর্লিং হালান্ডের জোড়া গোলে তারা ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে নরওয়েকে।

জাপান ওপেনের শেষ চারে লক্ষ্য

কুমামোতো, ১৪ নভেম্বর : জাপান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন মাস্টার্সে লক্ষ্য সেনের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাই ভারতীয় শাটলার। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ ছিলেন সিঙ্গাপুরের লো কিয়েন ইউ।

প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লো-কে ২১-১৩, ২১-১৭ সরাসরি গেমে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করে নেন লক্ষ্য। ম্যাচ জিততে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ৪০ মিনিট। এই নিয়ে লো-র বিরুদ্ধে ১০ বার খেলে সাতবারই জিতলেন লক্ষ্য। সেমিফাইনালে এবার তাঁর সামনে জাপানি শাটলার কেন্টা নিশিমোতে। টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই নিশিমোতোর বিরুদ্ধেও মুখোমুখি সাক্ষাতে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন লক্ষ্য।

নিজেকে সেরা ভাবি না : জকোভিচ

লন্ডন, ১৪ নভেম্বর : পুরুষদের টেনিসে সবথেকে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম (২৪টি) জয়ের রেকর্ড তাঁর দখলে। কিন্তু নিজেকে সর্বকালের সেরা বলতে রাজি নন নোভাক জকোভিচ। ৩৮ বছর বয়সী সার্ব তারকার সাফ কথা, এতে বাকি কিংবদন্তিদের অসম্মান করা হয়।

ব্রিটিশ মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জকোভিচ বলেছেন, নিজেকে সেরা ভাবি না। গত ৫০ বছরে বিশ্ব টেনিসে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের খেলোয়াড়দের তুলনা করা খুব কঠিন। পাশাপাশি আরও একটা কথা, নিজেকে সেরা ভাবলে বাকিদের অসম্মান করা হয়। মনে রাখতে হবে, রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল এবং আরও অনেকেই কিন্তু এই খেলাটার কিংবদন্তি।

এই সাক্ষাৎকারে জকোভিচ আরও জানিয়েছেন, শেষ দুটো

বছর তাঁর টেনিস কেরিয়ারের সবথেকে কঠিন সময়। তিনি বলেন, নিজেকে সুপারম্যান ভাবতাম। কারণ আমার কেরিয়ারে চোট-আঘাত সমস্যা ছিল না। কিন্তু শেষ দুটো বছরে এই ধারণা আমূল বদলে গিয়েছে। ঘনঘন চোট পেয়ে নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই আর খেলতে পারছি না। এটা আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।

বর্তমান টেনিসের দুই তারকা কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনারকে নিয়ে জকোভিচ বক্তব্য, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে ওদের সঙ্গে আমার পক্ষে পাল্লা দেওয়া কঠিন। ওদের হারিয়ে আমি আর একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারব কি না, তা নিয়ে নিজেরই সন্দেহ রয়েছে। তবে যখন কোর্টে নামি, তখন অন্যদিকে কে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। সিনারের ডোপিং কেলেঙ্কারি নিয়েও মুখ খুলেছেন জকো। তিনি বলেছেন, এই কলঙ্ক সিনারকে আজীবন তাড়া করে বেড়াবে। ওর তিন মাসের শাস্তিও নামেই শাস্তি। দুটো গ্র্যান্ড স্ল্যামের মাঝের সময়টা ওকে নির্বাসনে পাঠানো হল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

15 November, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৫ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

শ্রীলঙ্কার জন্য মুখরক্ষা, করজোড়ে ক্রিকেটারদের ধন্যবাদ মহসিন নকভির

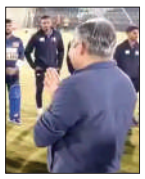

গিলকে বলেছিলাম, আরও এক ওভার দাও

জোড়া উইকেট নিয়ে সিরাজ

প্রতিবেদন : নতুন বল হাতে দাগ কাটতে পারেননি। তবে লাঞ্চের পর নিজের তৃতীয় স্পেলের এক ওভারেই জোড়া উইকেট! মহম্মদ সিরাজ বলছেন, নতুন বল ব্যাটে বেশ ভাল ভাবেই আসছিল। কিন্তু বল পুরনো হওয়ার পর কিছুটা নিচু থাকছিল। আমি চাইছিলাম, ফুল লেংথে স্টাম্প টু স্টাম্প বল করতে। পুরনো হওয়ার পর, বল রিভার্স সুইং করছিল। তাই স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করলে, উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

সিরাজ আরও বলেছেন, তৃতীয় স্পেলে একটা সময় অধিনায়ক (শুভমন গিল) আমাকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি তখন বলি, আর একটা ওভার দে। আর ওই ওভারেই জোড়া উইকেট পেয়ে যাই।

পাশাপাশি জসপ্রীত বুমরার পরামর্শও কাজে লেগেছে বলে স্বীকার করছেন সিরাজ। তাঁর বক্তব্য, উইকেটের একটা প্রান্ত ব্যাট করা সহজ। কিন্তু অন্য প্রান্তে অসমান

উইকেট নিয়ে উৎসব সিরাজের।

বাউন্স রয়েছে। জসসি ভাই (বুমরা) আমাকে বলেছিল, স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করতে। তাতে উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

বাভুমাকে ব্যঙ্গ, বিতর্কে বুমরা

প্রতিবেদন : টেম্বা বাভুমার উচ্চতা নিয়ে ব্যঙ্গ করে বিতর্কে জসপ্রীত বুমরা। বাভুমার বিরুদ্ধে এলবিডব্লুর জোরালো আবেদন করেছিলেন বুমরা। কিন্তু আম্পায়ার তা নাকচ করে দেন। রিভিউ নেওয়ার কথা উঠলে সেই সময় ঋষভ পন্থ বলেন, বল উইকেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় স্টাম্প মাইকে বুমরাকে বলতে শোনা যায়, বউনা (বামন) ভি হ্যায়। সঙ্গে বাছাই করা গালি। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। বাভুমার উচ্চতা নিয়ে বুমরার কটূক্তি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। যদিও এই নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ঘণ্টা বাজিয়ে টেস্ট শুরু কুম্বলের।

এই পিচে কেন চার স্পিনার, প্রশ্ন কুম্বলের

প্রতিবেদন : ইডেন টেস্টের প্রথম দিনের শেষ অ্যাডভান্টেজ টিম ইন্ডিয়া। যদিও ভারতীয় দলের প্রথম এগারোতে চার-চারজন স্পিনার দেখে অবাক অনিল কুম্বলে। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার সাই সুদর্শনকে বাদ দিয়ে এই টেস্টে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। এই সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক। কুম্বলের বক্তব্য, দল দেখে সত্যিই অবাক হয়েছি। সাই সুদর্শনের খেলার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু ওকে বাদ দিয়ে ওয়াশিংটনকে তিন নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো হচ্ছে! অর্থাৎ বোলিংয়ের উপরেই বেশি ভরসা রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু চার স্পিনার, দুই স্পিনারের কম্বিনেশন আমাকে অবাক করেছে। এই পিচ মোটেই চার স্পিনার খেলানোর মতো নয়। আমি হলে, তিন স্পিনার নিয়েই মাঠে নামতাম। তিনি আরও যোগ করেছেন, এটা যেন অলরাউন্ডারদের দল। শুভমন গিল, কে এল রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল—এই তিনজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার। বাকিদের মধ্যে পন্থ, জুরেল, জাদেজা, অক্ষর, ওয়াশিংটন, প্রত্যেকেই অলরাউন্ডার। আমার মনে হচ্ছে, ভারত এখন সব ফরম্যাটেই একঝাঁক অলরাউন্ডার নিয়ে মাঠে নামবে।

ফিফাকে চিঠি

প্রতিবেদন : আনোয়ার আলি মামলায় ফেডারেশনের গড়মসিতে বিরক্ত মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শুক্রবার ফিফাকে চিঠি পাঠাল। মোহনবাগানের চুক্তি ভেঙে আনোয়ার ইস্টবেঙ্গলে সই করার পর দীর্ঘদিন ধরে এআইএফএফ-এর প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি এবং অ্যাপিল কমিটিতে ইস্যুটি ঝুলে রয়েছে। তাই ফিফার দ্বারস্থ হয়ে আনোয়ারের দলবদল নিয়ে ন্যায্য বিচার চাইল মোহনবাগান। এদিকে, শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো।

১৫ ছক্কায় ৪২ বলে ১৪৪!

বিধ্বংসী বৈভবে অনায়াস জয়

দোহা, ১৪ নভেম্বর : বাইশ গজে ব্যাট হাতে তাণ্ডব বৈভব সূর্যবংশীর। শুক্রবার দোহায় রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ভারত এ দলের হয়ে খেলতে নেমে, ৪২ বলে ১৪৪ রান করলেন বৈভব। ১৪ বছর বয়সী বাঁ হাতি ওপেনার মাত্র ৩২ বলে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। ১৫টি ছয় ও ১১টি চার হাঁকিয়েছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ৩৪২.৮৫! গত আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে একশো করেছিলেন বৈভব। যা এদিন নিজেই ছাপিয়ে গেলেন।

সেঞ্চুরির পর বৈভব।

প্রথমে ব্যাট করে বৈভবের বিধ্বংসী ইনিংস এবং অধিনায়ক জিতেশ শর্মার (৩২ বলে অপরাজিত ৮৩) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৯৭ রান তুলেছিল ভারত এ। জবাবে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৯ রানের বেশি তুলতে পারেনি আমিরশাহি। ফলে ১৪৮ রানে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত এ দল।

এদিনের পর, টি-২০ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির নিরিখে ভারতীয়দের মধ্যে ঋষভ পন্থের পর যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বৈভব। দু'জনেই ৩২ বলে একশো করেছেন। তালিকার শীর্ষে যুগ্মভাবে রয়েছেন গুজরাটের উর্বিল প্যাটেল ও অভিষেক শর্মা। দু'জনেই ২৮ বলে একশো করেছিলেন। ম্যাচের পর বৈভবের বক্তব্য, বাউন্ডারি ছোট ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছি। আমার ক্যাচও পড়েছে। তাতেও সুবিধে হয়েছে।

শামি লখনউয়ে, সাউদি নাইটদের বোলিং কোচ

বাদ হয়তো ভেঙ্কটেশ

প্রতিবেদন : মিনি নিলামের আগে ঘর গুছিয়ে নিচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আগের দিন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনকে সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। শুক্রবার কেকেআর ঘোষণা করল নতুন বোলিং কোচের নাম। ভরত অরুণের জায়গায় এলেন প্রাক্তন নাইট টিম সাউদি। এর আগে তিন বছর কেকেআরে খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ডান-হাতি পেসার। এবার নাইটদের বোলিং কোচের ভূমিকায় সাউদি।

আজ, শনিবারই ২০২৬ আইপিএলের জন্য ধরে রাখা ক্রিকেটারদের নাম জানানোর শেষ দিন। সব দলকেই রিটেনশন তালিকা জমা দিতে হবে বোর্ডের কাছে। সূত্রের খবর, গতবারের আইপিএলে ২৩.৭৫ কোটির বিশাল অর্থে নিলাম থেকে নেওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ছেড়ে দিতে পারে কেকেআর। তাতে পার্সে বেশি অর্থ রেখে নিলামে যেতে পারবে দল। সেক্ষেত্রে নিলামে ভেঙ্কটেশকে কম টাকায় ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিন, রিঙ্কু সিং এবং অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে ধরে রাখতে পারে কেকেআর। ভেঙ্কটেশের সঙ্গে আজিঙ্ক রাহানে, মইন আলি, কুইন্টন ডি'ককদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

এদিকে, ট্রেডিং উইন্ডোয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে লখনউ সুপার জায়ান্টসে যাচ্ছেন মহম্মদ শামি। যে

টাকায় নিলামে হায়দরাবাদ তাঁকে নিয়েছিল, নিয়মানুযায়ী সেই ১০ কোটি টাকাতেই নতুন দলে যাচ্ছেন শামি। তবে মেগা ট্রেডিং চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসের মধ্যে। এই চুক্তির ফলে অলরাউন্ডার জাদেজা সিএসকে ছেড়ে ফিরছেন তাঁর পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থানে। আর সঞ্জু তাঁর দীর্ঘদিনের আইপিএল হোম রাজস্থান ছেড়ে যোগ দিচ্ছেন সিএসকে-তে।

আইএসএলের দাবিতে সুনীলরা সুপ্রিম কোর্টে

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভারতীয় ফুটবলে ঘোর দুর্দিন। আইএসএল ক্লাবগুলির অধিনায়করা পরিস্থিতি পরিবর্তনের আর্জি নিয়ে লিগ শুরুর দাবিতে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সুনীল ছেত্রীদের মামলা উঠছে দুই বিচারপতি এম নরসিমহা এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। শীর্ষ লিগ নিয়ে অনিশ্চয়তায় এদিনই বেঙ্গালুরু এফসি-র কোচের দায়িত্ব ছেড়ে প্রিসে চলে গেলেন জেরার্ড জারাগোজা। সেখানে সম্ভবত নতুন ক্লাবের দায়িত্ব নিচ্ছেন। সূত্রের খবর, আইএসএল সংকটে দেশে ফিরতে পারেন জারাগোজার সহকারীরাও।

আইএসএলের ১২টি ক্লাবের অধিনায়ক সর্বোচ্চ আদালতে দাখিল করা পিটিশনে সই করেছেন। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে সই করেছেন শুভাশিস বোস। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সই করেছেন সাউল ক্রেসপো। বেঙ্গালুরু এফসি-র অধিনায়ক হিসেবে সই করেছেন সুনীল ছেত্রী। এফসি গোয়ার হয়ে সই করেন সন্দেশ ঝিঙ্গান। মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে সই করেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। শুধু মহামেডানের প্রতিনিধি হিসেবে কোনও ফুটবলারের সই নেই। এই মামলার খরচ সমানভাবে বহন করতে হবে আইএসএলের ক্লাবগুলিকে। ফুটবলারদের সামনে রেখেই মামলা চালাবেন ক্লাব কর্তারা।

আইএসএলের নতুন মার্কেটিং পার্টনার খুঁজতে টেন্ডার ডাকা হলেও এফএসডিএল-সহ কোনও সংস্থাই বিড করেনি। এরপরই চরম সংকটে দেশের সর্বোচ্চ লিগ। সর্বোচ্চ আদালতে ফুটবলারদের তরফে বলা হবে, আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তায় দেশের ফুটবল ইকোসিস্টেম ভেঙে পড়ার মুখে। লিগের সঙ্গে জড়িত থাকা প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ২০২৫-২৬ মরশুমের আইএসএল শুরু করা জরুরি।

মাঠে ময়দানে
15 November, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নভেম্বরের শেষে বিয়ে, কোচ গম্ভীরের কাছে ছুটির আর্জি কুলদীপ যাদবের

আফ্রিকান সাফারিতে জল ঢাললেন বুমরা

ইডেনে উইকেট শিকারি বুমরা। ছবি — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অলোক সরকার

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সিএবি জানাল দর্শক সংখ্যা ৩৬,৫১৩। কাজের দিনে যা ভালই। যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ধরা যায় তাহলে আরও ভাল। আমেদাবাদে প্রায় ফাঁকা মাঠে খেলা হয়েছে। দিল্লিতেও অর্ধেক ভরেনি।

শুক্রবারের সকাল শুরু হয়েছিল হাজার বাইশেক লোক দিয়ে। সেটা ধীরে ধীরে বাড়ল। ততক্ষণে জসপ্রীত বুমরা হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা হয়েছেন। এক-একটা উইকেট নিচ্ছেন আর পিলপিল করে লোক বাড়ছে। বিরাট অস্ট্রিয়ায় ঘুরছেন। রোহিত হাজারে ট্রফি নিয়ে দোটানায়। কিন্তু রো-কো ছাড়াও এই জনসমাগম চোখ টানল। বুমরা-কুলদীপের মতো পারফর্মারদের জন্যই ভিড়। তাঁদের জন্য ইডেনের ডে ওয়ান ভারতের। আফ্রিকান সাফারি কোথায়? বরং ১৫৯-এর জবাবে ৩৭/১ করে এগোচ্ছে ভারত।

চায়ের পর সেই ছবিটা দেখা গেল যা আজকাল দেখা যাচ্ছে। ফাইফার করা বল নিয়ে ফিরছেন বুমরা। সবার আগে। পিছনে সতীর্থরা। ঠিক যেভাবে ভারতীয় বোলিংকে একটু আগে লিড করেছেন। বুমরা এদিন ধাপে ধাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভাঙলেন। বাভুমাদের টপ অর্ডার তাও টুকটাক রান পেয়েছে। লোয়ার অর্ডারে একজনের নামও বলা যাচ্ছে না। আসলে এই উইকেটে যতই ঘাস চেঁচেমুছে সাফ করা যাক, নিচে চোরাগোপ্তা গতি ছিল। বুমরা যাকে কাজে লাগিয়ে ২৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে গেলেন। আফ্রিকা ইনিংসও গুটিয়ে দিলেন ১৫৯ রানে।

বাভুমা টস জিতে ব্যাট নেওয়ার পর মনে হচ্ছিল ভারতের জন্য ভাল হল। জে ব্লক থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছে। গঙ্গার হাওয়া ওদিক থেকেই আসে। তার সঙ্গে হাল্কা হিমেল আবহ। সকালের ইডেনে এমনিতেই সিমাররা সুবিধা পায়। তার সঙ্গে এসব জুড়ে বুমরা-সিরাজের জন্য আদর্শ মঞ্চ তৈরি ছিল।

পরে দেখা গেল ছবিটা চেনা চিত্রনাট্যের মতো এগোচ্ছে না। ৫৭ রান উঠে যাওয়ার পর বুমরা প্রথম ধাক্কা দিলেন। রিকেলটনকে বোল্ড করে দিলেন তিনি। ৫ রান যোগ হওয়ার পর আবার বুমরা। এবার মার্করাম লেগ বিফোর তাঁর বলে। দুই সেট ব্যাটার দুম করে ফিরে যাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা মুশকিলে পড়েছিল। মার্করাম ৩১ ও রিকেলটন ২১ রান করন। বুমরা সকাল থেকে বল ভিতরে এনে চাপে ফেলছিলেন ব্যাটারদের। শুধু উইকেট এল একটু দেরিতে এই যা।

চার স্পিনার, দুই সিমারে খেলছে ভারত। ২০১২-র পর এই প্রথম কোনও ম্যাচে চার স্পিনারে খেলছে ভারত। প্রবল জনমতের মধ্যে কুলদীপকে খেলাতেই হল। অক্ষরকেও রাখা হল তাঁর সঙ্গে। বাকি দু'জন জাদেজা ও ওয়াশিংটন। কুলদীপকে খেলাতে হল এইজন্য যে শুরুতে বল না ঘুরলেও তিনি ঘুরিয়ে দিলেন বিগ টার্নার বলে। বল হাওয়ায় রাখতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকা অতঃপর বাভুমা (৩) ও মুলডারকে (২৪) হারাল। তাঁরা দু'জনেই কুলদীপের শিকার।

উইকেট নিয়ে প্রচুর নাটক হল কয়েকদিন। কিন্তু মাঠে বল পড়ার পর মনে হচ্ছিল এটা বিশুদ্ধ ২২ গজ। চমৎকার ক্যারি-বাউন্স আছে। বুমরা দু'দিকেই বল মুভ করালেন। প্রত্যেকটা স্পেলে ব্যাটারদের চাপে রাখলেন। বিশেষ করে টনি ডি জর্জিকে (২৪) যে বলে ফেরালেন সেটা মস্তিষ্কের ফসল। এতক্ষণ বল ভিতরে এনেছেন। এবার বাঁহাতি দেখে আউট সুইং করালেন। টনি পা বাড়াননি। বল ভিতরে এসে পা পেয়ে গেল। ডিআরএস জর্জিকে বাঁচাতে পারেনি।

যে উইকেটে স্পিনারদের ছড়ি ঘোরানোর কথা হচ্ছিল সেখানে বুমরা দাপট দেখালেন। প্রত্যেকটা স্পেলে উইকেট নিয়েছেন। আফ্রিকার ইনিংসকে ভেঙেছেন। ১৪-৫-২৭-৫, পরিসংখ্যানই সব বলে দিচ্ছে। আলাদা করে কিছু বলার নেই। শুধু এটা যোগ করা যায় যে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডে যে বোলিং করার কথা বুমরার, সেটাই তিনি ইডেনে করেছেন। কুলদীপ অবশ্য দুটো উইকেট নিলেন। দলকে ব্রেক থ্রু দিয়েছেন। সিরাজও তাই। লাঞ্চের পর একটা স্পেলে ভারেইন (১৬) আর জেনসনকে (০) তুলে নিয়েছেন। লোয়ার অর্ডারও এই চাপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় আফ্রিকানদের ইনিংস চায়ের পরই গুটিয়ে যায়।

যশস্বী ১২ রানে আউট হয়েছেন। রাহুল ১৩ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৬ রানে ব্যাট করছেন। ওয়াশিংটনকে তিনে নামানো হল সাই সুদর্শনের জায়গায়। এটা গম্ভীরের আর একটা পরীক্ষা। দেখা যাক!

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথম ইনিংস) : এইডেন মার্করাম ক পন্থ বো বুমরা ৩১, রায়ান রিকেলটন বোল্ড বুমরা ২৩, উইয়ান মুল্ডার এলবিডব্লু বো কুলদীপ ২৪, টেম্বা বাভুমা ক জুরেল বো কুলদীপ ৩, টনি ডি জর্জি এলবিডব্লু বো বুমরা ২৪, ট্রিস্টান স্টাবস নট আউট ১৫, কাইল ভেরেইনি এলবিডব্লু বো সিরাজ ১৬, মার্কো জেনসেন বোল্ড সিরাজ ০, করবিন বশ এলবিডব্লু বো অক্ষর ৩, সিমন হারমার বোল্ড বুমরা ৫, কেশব মহারাজ এলবিডব্লু বো বুমরা ০। অতিরিক্ত: ১৫। মোট (৫৫ ওভারে অল আউট): ১৫৯ রান। বোলিং : জসপ্রীত বুমরা ১৪-৫-২৭-৫, মহম্মদ সিরাজ ১২-০-৪৭-২, অক্ষর প্যাটেল ৬-২-২১-১, কুলদীপ যাদব ১৪-১-৩৬-২, রবীন্দ্র জাদেজা ৮-২-১৩-০, ওয়াশিংটন সুন্দর ১-০-৩-০।

ভারত (প্রথম ইনিংস) : যশস্বী জয়সওয়াল বোল্ড জেনসেন ১২, কে এল রাহুল নট আউট ১৩, ওয়াশিংটন সুন্দর নট আউট ৬। অতিরিক্ত: ৬। মোট (২০ ওভারে ১ উইকেটে) : ৩৭ রান। বোলিং: মার্কো জেনসেন ৬-২-১১-১, উইয়ান মুল্ডার ৫-১-১৫-০, কেশব মহারাজ ৫-১-৮-০, করবিন বশ ৩-২-১-০, সিমন হারমার ১-১-০-০।

ওদের দেশে কী হয়?

উইকেট নিয়ে আফ্রিকান অভিযোগ ওড়ালেন বুমরা

প্রতিবেদন : আর একটা ফাইফার। এই নিয়ে ১৬ বার। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং জসপ্রীত বুমরার সামনে স্রেফ উড়ে গিয়েছে।

কিন্তু কে জানত পরে মাইকের সামনেও এভাবে ওড়াবেন আফ্রিকান কোচের মন্তব্য। তাঁকে বলা হল বাভুমাদের ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্স উইকেট নিয়ে তোপ দেগেছেন। বলেছেন অসমান বাউন্সের জন্য তাঁদের ব্যাটাররা ধারাবাহিকতা রাখতে পারেননি। বুমরা শুনে মনে হল বিরক্ত হলেন। বললেন, টেস্ট ক্রিকেটে এরকমই হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা পাঁচ টেস্টের মধ্যে তিনটিতে এরকম দেখি। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াতেও নানারকম উইকেট পাই। এটা নিয়ে অভিযোগ না করে আপনাকে শুধু মানিয়ে নিতে হবে।

বুমরার এদিন সময় লেগেছে উইকেট নিতে। যা নিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বললেন, অনেক সময় উইকেট বুঝতে সময় লাগে। কিন্তু টেস্টে সাফল্য পেতে হলে আপনাকে ধৈর্য দেখাতে হবে। এটাই বলতে পারেন প্রথম শর্ত। আমার মনে হয়েছিল এটা হার্ড উইকেট। প্রেশার রেখে যেতে

বুমরাকে অভিনন্দন কুলদীপের। শুক্রবার।

হবে। ঠিক জায়গায় বল রেখে যেতে হবে। তাহলে সাফল্য আসবে। বুমরাকে জিজ্ঞেস করা হল, কেমন দেখছেন সবমিলিয়ে? জবাব এল, এটা ডেড উইকেট নয়। সিমারদের জন্য সাহায্য আছে। আসলে ঘরের মাঠে খেলতে নামলে আগে ভেবে নিই এখানে স্পিনারদের জন্য কিছু না কিছু আছে। তার মধ্যে কিছু করতে পারলে সিমারদের ভালই লাগে।

বুমরা আরও বলছিলেন, বল শক্ত থাকলে একরকম। নরম হয়ে গেলে লাইন ঠিক রাখতে হয়। আমি সেটাই করেছি। তাছাড়া এখানে অল্প রিভার্স হয়েছে। তাই নিশানায় বল রেখে যেতে হয়েছে। এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং কোচ প্রিন্স বুমরার প্রশংসা করে বলছিলেন, ও অসাধারণ বোলার। সিরাজও ঠিক সময়ে দুটো উইকেট নিয়ে গেল। কিন্তু আমি স্কোরকার্ড দেখে অবাক হচ্ছি। টপ অর্ডার থিতু হয়েও আউট হয়েছে। মার্করাম পাঁচ বলেই উইকেটের অসমান বাউন্স বুঝে গিয়েছিল। ওরা ধারাবাহিকতা রাখতে পারেনি। রাহুলকেও দেখলেন না ১০ রান করতে ২৩ বল খেলতে হল। ও কমফর্টেবল ছিল না। তবে ভারতীয় বোলিং এত ভাল। এই বোলিংকেও কৃতিত্ব দিতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা অবশ্য এখনও ম্যাচে ফেরার চেষ্টায় আছে। প্রিন্স যেমন বললেন, দ্বিতীয় দিনে তাড়াতাড়ি ভারতের ক'টা উইকেট তুলে নিতে হবে। ওদের যদি দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০ রান তাড়া করতে হয় তাহলে সেটা সহজ হবে না। এদিকে, চোটের জন্য রাবাডা এই টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর স্ক্যান হয়েছে। মঙ্গলবার প্র্যাকটিসেই চোট লেগেছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

15 November, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

বিশ্বকাপের সোনার মেয়েরা

২০২৫-এ মহিলা ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত। বাইশ গজে ইতিহাস গড়ল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের ব্লু ব্রিগেড। দশকের পর দশক ধরে চালিয়ে-যাওয়া লড়াইয়ের ফসল এই জয়। অনেক অবহেলা, উপেক্ষা, বিতর্কের ঊর্ধ্বে নারী আজ অর্ধেক নয়, সম্পূর্ণ আকাশ। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সাল ২০২৪। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল চ্যাম্পিয়ন হল। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হল ১২৫ কোটি টাকা। এখানেই শেষ নয়, বিশ্বকাপ জয়ের পর খোলা বাসে সূর্যকুমার যাদবদের নিয়ে ভিকট্রি প্যারেড করা হল। মেরিন ড্রাইভ থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সেই দীর্ঘ শোভাযাত্রায় হাজার হাজার ভক্ত উপস্থিত থাকলেন। করতালি আর স্লোগানে গমগম করছিল চারপাশ। সেই দিনটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাল ২০২৫। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ। মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হরমনপ্রীত, রিচা ঘোষ, জেমাইমা রডরিগেজ, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, স্মৃতি মান্ধানার ব্লু ব্রিগেড ৫২ রানের জয় ছিনিয়ে নিল। কিন্তু মহিলা বিশ্বকাপজয়ী সেই দলকে নিয়ে হল না কোনও স্মরণীয় ভিকট্রি প্যারেড। ক্রিকেট তারকারা যে যাঁর নিজের শহরে ফিরলেন। সেখানে সাধ্যমতো ঘরোয়া সম্মানও পেলেন। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ী মহিলা দলের সংবর্ধনাপর্ব তেমন করে স্মরণীয় হয়ে রইল না। তাহলে কি নারী তুমি অর্ধেক আকাশ বলে যে পুরুষতন্ত্র সোচ্চার তাঁরাই কোথাও সেই বৈষম্য ধরে রাখলেন!

নারী বনাম পুরুষ-পুরুষ খেলাটা তো আজও আমাদের মজ্জায়। মেয়েরা আবার ক্রিকেট খেলে নাকি! ও সব মহিলাদের মানায় না। কোথায় লেগে যাবে। পরে সমস্যা হবে। বাচ্চাকাচ্চা হবে না। সংসারে অশান্তি। কথাগুলো খুব চেনা। তাই হয়তো কোহলি আর রোহিতদের সঙ্গে হরমনপ্রীত-মান্ধানাদের বার্ষিক চুক্তিতেও একটা বিরাট ফারাক রয়েছে। পুরুষ ক্রিকেটারদের মতো এ প্লাস ক্যাটাগরি নেই মহিলাদের। সবটারই হয়তো কোনও না কোনও যুক্তি থাকবে কিন্তু সমাজে সেই নারী বনাম পুরুষ, পুরুষের অগ্রাধিকার, পুরুষ সব পারে এই ভাবটা ফল্গুধারার মতো চলতেই থাকছে।

বঞ্চনার ইতিহাসের ভাগ্যজয়

কিন্তু এমন ধুন্ধুমার লড়াই তো মেয়েরা লড়েছেন আগেও। কপিল দেব, সুনীল গাভাসকরদেরও আগে। আমরা ক'জনই বা তা জেনে বসে আছি। ১৯৭৮ সালে কপিল দেব টিমের বিশ্বজয়ের পাঁচ বছর আগেই ভারতেই আয়োজিত হয়েছিল মহিলা বিশ্বকাপ। সেটা ছিল মহিলাদের প্রথম বিশ্বকাপ। ক্রীড়া সংগঠক মহেন্দ্রকুমার শর্মার কঠিন প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছিল। হঠাৎ একদিন রেলস্টেশনে তিনি কিছু মেয়েকে ক্রিকেট খেলতে দেখে ভাবলেন, এদেরও একটা সংগঠন দরকার। সেখান থেকেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট সংগঠনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে তৈরি করেন উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (WCAI)।

'কন্যাওঁ কি ক্রিকেট হোগি, জরুর আঁয়িয়ে'
(মেয়েদের একটি ক্রিকেট ম্যাচ হবে, আসুন)

লখনউয়ের রাস্তায় একটা অটোরিকশায় করে ঘুরে ঘুরে মহেন্দ্রকুমার শর্মা মাইক্রোফোনে এই ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় ২০০ জন কৌতূহলী মানুষ সেই ম্যাচ দেখতেও এসেছিলেন। খেলা দেখা নয়, সেদিন মেয়েরা কী পোশাক পরে ক্রিকেট খেলে সেটাই দেখতেই এসেছিলেন তাঁরা! সেই পোশাক কেমন-কী সেই বিচারও করেছিলেন তাঁরা। সেই প্রথম মহিলা বিশ্বকাপের অধিনায়ক ছিলেন শান্তা রঙ্গস্বামী।

মেয়েরা ক্রিকেট খেলবে, এমনটা বিশ্বাস করাও তখন ছিল 'অপরাধ'। সংস্কারে বিদ্ধ সমাজে পুরুষপ্রধান যে কোনও ক্ষেত্রেই বিশেষ করে খেলায় বরাবর মেয়েরা ব্রাত্য। তাই শান্তা রঙ্গস্বামীদের তখন অসংরক্ষিত কোচে যেতে হত বিভিন্ন শহরে খেলতে। ট্রেনে টয়লেটের পাশেই ঘুমোতেন তাঁরা। ডরমিটরির মেঝেতে ঘুমোতে হত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেদেরই বইতে হত। ক্রিকেট কিট পিঠে ব্যাকপ্যাকের মতো বেঁধে রাখা হত। এক হাতে থাকত স্যুটকেস। সেই প্রতিকূলতা মাথায় করেই খেলেছিলেন তাঁরা প্রথম বিশ্বকাপ। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
15 November, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

বিশ্বকাপের সোনার মেয়েরা

শেফালি ভার্মা

(১৭ পাতার পর)

এর ১৯ বছর পর১৯৯৭ সালে আবার মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়। সেবার সেই মহিলা দলের জন্য সেমিফাইনালে পৌঁছেও যায় ভারত। কিন্তু শেষমেশ জেতা হয়নি। তবুও কলকাতার ইডেনে ফাইনাল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন মেয়েরা— যেখানে তাঁদের জন্য প্যাভিলিয়নে জায়গা হয়নি! দর্শকদের সঙ্গে গ্যালারিতেই বসতে হয়। ফাইনালের সময় মাঠে ঢোকার চেষ্টা করলে গেটে আটকে দেওয়া হয়। এই তো সেদিনের কথা। মিতালি রাজের মতো ক্রিকেটারও একসময় ট্রেনে চেপে রাজ্য থেকে রাজ্যে যেতেন ম্যাচ খেলতে। দিন বদলেছে আর একটু একটু করে হালকা হয়েছে মনের অন্ধকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারী বনাম পুরুষের সেই দ্বন্দ্ব মেটেনি।

২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-এর নির্দেশে অনিচ্ছা সহকারে মহিলাদের দলকে নিজের আওতায় আনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০১৫ পর্যন্ত কোনও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার কেন্দ্রীয়ভাবে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না।

কাজেই হরমনপ্রীত, রিচা, দীপ্তি জেমাইমা, শেফালিদের এই বিপুল গর্বের জয় দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা সেই লড়াইয়ের মুকুটে একটা ময়ূরপুচ্ছ। যুগের পর যুগ নিরন্তর হতে থাকা অবিচার, অপমান,অবহেলার জবাব। যে-দেশে নারী পাচার, শিশুকন্যা পাচার আম ঘটনা, যে-দেশে বাল্যবিবাহ স্বাভাবিক নিয়ম, সেই দেশে ব্যাট আর বল হাতে মেয়েদের ময়দানে নামাটাই তো অলীক কল্পনা! সেই দেশের সেরা মহিলা ক্রিকেটার হয়ে ওঠার লড়াই করতে হয় ঘরে-বাইরে, মাঠে-ময়দানে সর্বত্র।

স্মৃতি মান্ধানা | হরমনপ্রীত কৌর | জেমাইমা রডরিগেজ

যাঁরা ফেরালেন ভাগ্য

অধিনায়ক হরমন

বিতর্ক পিছু ছাড়ে না তাঁর। ২০২৫ সালের আইসিসি মহিলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ের একদিন পরই তাঁকে নিয়েই নতুন বিতর্ক। প্রাক্তন অধিনায়ক শান্তা রঙ্গস্বামী বলেছেন, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ভবিষ্যৎকে আরও শক্তপোক্ত করার স্বার্থে হরমনপ্রীত কৌরের উচিত অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। এ-কথাই মিডিয়ায় প্রকাশ।

তাঁর মতে, ৩৬ বছরের হরমন ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডার হলেও নেতৃত্বের চাপে তাঁর স্বাভাবিক খেলা প্রভাবিত হচ্ছে। এ কেমন বিচার! পাঞ্জাবের মোগা নামের ছোট্ট শহরের মেয়ে হরমনপ্রীত কৌর। কোমরে ওড়না বেঁধে ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেন হরমন। হরমনপ্রীত যখন পাঞ্জাবের দারাপুরে জ্ঞান জ্যোতি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তখন একটি ছক্কা মেরে মাঠের বাইরের একটি বাড়ির জানালা ভেঙে দেন। কোচ কমলদীশ পাল সিং সোধির তাঁকে দেখে এতটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে অগাধ সম্ভাবনা। বাবা হরমন্দর সিংয়ের সামর্থ্য ছিল না তাঁকে ক্রিকেট কোচিং-এ ভর্তি করার। কমলদীশ আশ্বস্ত করেন তাঁর কোচিংয়ে ভর্তি হতে কোনও টাকা লাগবে না। এমনকী প্রত্যেকদিন হরমনপ্রীতকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যেতেন তিনি। এই ভাবে ক্রিকেট জার্নি শুরু তাঁর। বাবার কিট ব্যাগে একটা ব্যাট থাকত। একদিন বাবা বড় ব্যাট কেটে হরমনের জন্য একটা ছোট ব্যাট বানিয়ে দেন। বিশ্বজয়ী হরমন হাল ছাড়েননি কখনও।

ব্যাটে-বলে দাপুটে শেফালি

এ যাকে বলে ভাগ্যের ফের। বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত কৌরদের দলে খেলার সম্ভাবনাই ছিল না তাঁর। মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি শেফালি ভার্মা। রিজার্ভ ক্রিকেটারদের তালিকাতেও ছিল না তাঁর নাম। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করতে গিয়ে পায় চোট পেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার প্রতিকা রাওয়াল। স্মৃতি মান্ধানা আর প্রতিকা রাওয়াল, ওপেনার জুটি তখন সেরা ফর্মে। কিন্তু উপায় নেই কোনও। বিপাকে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে পরিবর্ত হিসাবে শেফালি ভার্মাকে দলে নিলেন নির্বাচকরা। শাপে বর হল। ফাইনালে তাঁর ব্যাট-বলের দাপটে বিশ্বজয়ী হল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। হরিয়ানার রোহতকের মেয়ে শেফালিকে সবসময় ক্রিকেট খেলতে হয়েছে ছেলেদের সঙ্গেই। কারণ ওখানে মহিলাদের ক্রিকেট খেলার কোনও সুযোগ ছিল না। তবু তিনি খেলা ছাড়েননি। আর সেই চেষ্টাই সফল হল।

তারকা ওপেনার স্মৃতি

ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার এবং সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। ক্রিকেট আর পরিবার— এই দুটোই জগৎ তাঁর। মহারাষ্ট্রের সাংলির মেয়ে স্মৃতি ছোট থেকেই বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা ও দাদা শ্রবণ মান্ধানার ক্রিকেট খেলা দেখে বড়ে হয়ে উঠেছেন। দাদার মতো স্মৃতিরও স্বপ্ন ছিল ক্রিকেটার হওয়ার। ৯ বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১৫ দলে জায়গা পান। ১১ বছর যখন বয়স তখন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেন স্মৃতি। তাঁর বাবা শ্রীনিবাস একজন কেমিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটর। এর পাশাপাশি মেয়ের ক্রিকেট-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের দেখভাল করেন। স্মৃতির মা স্মিতা তাঁর ডায়েটিং, জামাকাপড় এবং অন্য বিষয়গুলির দেখাশোনা করেন। বিশ্বের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে এক বছরে ৪টি সেঞ্চুরি করার নজির গড়েছেন স্মৃতি এবছর। মেয়েদের আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি শীর্ষ তিন ব্যাটারের একজন। ভারতের মহিলা ক্রিকেটে এক দিনের ম্যাচে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড স্মৃতিরই। নিজেকে শুধু তারকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করেননি, হয়ে উঠেছেন ব্র্যান্ড।

ছোট মাহি রিচা

২২ বছরের বিশ্বজয়ী রিচা ঘোষের নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন স্বয়ং এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উইকেটকিপার এবং ব্যাটার সোনার মেয়ে রিচা হাতে পেয়েছেন সোনার ব্যাট-বল। সেই সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে নিয়োগপত্র দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গভূষণ' সম্মান। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো ছক্কা হাঁকাতে ভালবাসেন বলে সতীর্থদের অনেকেই তাকে 'ছোট মাহি' বলে ডাকেন। ঝুলন গোস্বামী আবিষ্কার করেছিলেন রিচাকে, সেই সালটা ছিল ২০১৩। একদম ছোটবেলায় দৌড়ঝাঁপ, গাছে চড়তে ওস্তাদ ছিলেন রিচা। গাছ থেকে পড়ে গেলে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াতেন। ডানপিটে রিচার ক্রিকেট-গুরু তাঁর বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। একটা সময়ে বাবা নিজেও ক্রিকেট খেলতেন। চার বছর বয়সেই মেয়েকে বাড়ির সামনে বাঘাযতীন ক্লাবে এনে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে লড়াই শুরু। তখনও গোটা সমাজের উনিশ-

দীপ্তি শর্মা

বিশ একই চিত্র। শিলিগুড়িতে মেয়েদের ক্রিকেট খেলার সুযোগ খুব কম। আর মেয়েদের কোচ পাওয়া তো দুঃসাধ্য। ফলে পুরুষ কোচ এবং ছেলেদের সঙ্গেই ক্রিকেট খেলতে হত রিচাকে। সেই দলে চারবছরের রিচা একাই মেয়ে। রিচার ধ্যানজ্ঞান ছিল শিলিগুড়ি কলেজ মাঠ। সকলে গেট দিয়ে খেলার মাঠে ঢোকে। এই মেয়ে কোমর সমান বাউন্ডারি এক লাফে পার হয়ে মাঠে ঢুকতেন। সারাদিন পড়ে থাকতেন মাঠে। বাঘাযতীন ক্লাবের কোচিংয়ের বাইরে বাবার কাছে নিয়মিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি বাংলা অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পান। এহেন ডানপিটে বঙ্গকন্যা পাঁচটি উইকেট হারিয়ে ভারত যখন একটু ব্যাকফুটে তখন ব্যাট হাতে ময়দানে নেমে করলেন বাজিমাত। দেশের উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৯৪ রানের ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ৮ নম্বরে নামা কোনও ব্যাটারের করা সর্বাধিক রান এটাই।

অলরাউন্ডার দীপ্তি

যে মেয়েটিকে আক্ষরিক অর্থেই একসময় বলা হয়েছিল যে মেয়েরা ক্রিকেট খেলতে পারে না। তিনি হলেন এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার সেরা পারফর্মার দীপ্তি শর্মা। মুরাদাবাদের এক সাধারণ পরিবারের মেয়ে দীপ্তি। ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। দীপ্তি যখন অলি-গলিতে ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়াতেন তখন ওঁকে বলা হত এটা ছেলেদের খেলা, মেয়েরা এসব করে না। কিন্তু দীপ্তি সে-কথা কানে তোলেননি। দাদা সুমিতের সঙ্গে রোজ মাঠে যেতেন অনুশীলনে। একদিন বাউন্ডারি লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দীপ্তি। কোনও কিছু না ভেবেই বল নিয়ে ছুঁড়লেন আর সেই বল মাঠ পেরিয়ে বাইশ গজের কাছে। দাদা দেখে অবাক। তাঁর উত্থানে রয়েছে দাদা সুমিতের আত্মত্যাগ। সুমিত কানপুরের একলব্য স্পোর্টস স্টেডিয়ামে দীপ্তিকে নিয়মিত অনুশীলনে নিয়ে আসা শুরু করেন। সেই অসম্ভবের স্বপ্নকে সত্যি করে তুলতে নিরলস চেষ্টা করে গেছেন দীপ্তিও। জুতো ছিঁড়ে যেত, বল কেনার টাকা থাকত না, পুরনো বল সেলাই করে খেলেছেন দীপ্তি! বৃষ্টির দিনগুলোয় মাঠ যখন জলে ডোবা তখন ঘরে বসে প্র্যাকটিস করতেন।

সেরা ইনিংসে জেমাইমা

ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনালে ভারতের হয়ে ম্যাচ জেতানো ইনিংসটি খেলেছেন জেমাইমা রডরিগেজ। আবার চূড়ান্ত বিতর্কের মুখেও পড়েছেন তিনি। ১২৭ রানের অনবদ্য ইনিংস শেষে চোখ ভরা আনন্দাশ্রু নিয়ে যিশুকে ধন্যবাদ জানিয়েই করে ফেলেছিলেন যত বিপত্তি। এই ক্লিপিং দেখার পর ধর্মের বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনরা। কিন্তু তাতে কী! জেমাইমা বলেন, ''প্রতিটি ম্যাচের আগে আমি প্রার্থনা করি। ঈশ্বর আমাকে শান্ত থাকতে শেখান। যখন আমি ব্যর্থ হই, তখনও আমি জানি, তিনি আমার পাশেই আছেন।'' ছোট থেকেই জেমাইমা খুব আবেগপ্রবণ আর ঈশ্বরকেন্দ্রিক। বাবা ইভান রডরিগেজ নিজে একজন ক্রিকেট কোচ ছিলেন, যিনি মেয়েকে মাঠে নামতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

রিচা ঘোষ

সমাজের অনেকেই সেই সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন— একটা মেয়ে কেন ক্রিকেট খেলবে? কিন্তু জেমাইমার বাবা ইভান সেই কথায় কান দেননি। আর জেমাইমা শুনেছেন নিজের মনের কথা। সকাল থেকে রাত অবধি শুধু অনুশীলন। স্কুলের পরেও ব্যাট হাতে নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করতেন তিনি। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল এক ভবিষ্যতের তারকা। এঁরা ছাড়াও রয়েছেন গোটা টিম ইন্ডিয়ার নারীবাহিনী যাঁরা প্রত্যেকেই এক-একজন তারকা। তাঁদের কথা লিখতে গেলে হয়তো তৈরি হয়ে যাবে ছোটখাটো ইতিহাস। সেই তারকারাও কাধে কাঁধ মিলিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন দেশকে আর ছিনিয়ে এনেছেন জয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

15 November, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৫ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

আবহমানকাল ধরে মায়ের অতিপ্রিয় আদরের দুলাল কার্তিক ঠাকুর। তিনি এই সমাজে যতই গুরুত্বহীন হন না কেন, বংশ ধরে রাখতে তাঁকেই চাই! নারীমনের সুপ্ত মাতৃত্বের ইচ্ছেপূরণের একমাত্র পথ তিনিই। কে তিনি? কীই-বা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত? সন্তানলাভের আশায় কেন তাঁকেই আসতে হয় গৃহস্থের দরজায়! আগামী কাল কার্তিক পুজো— এই উপলক্ষে লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক**

মায়ের কার্তিক

**‘কার্তিক ঠাকুর হ্যাংলা
একবার আসেন মায়ের সাথে
একবার আসেন একলা’**

কার্তিক ঠাকুর যেন আমবাঙালির আদরের দুলাল। মায়ের সেই লাজুক ছেলে যার নামও নেই, আবার বদনামও নেই। কার্তিক ঠাকুরকে দেখে মনে হয় বেচারার না আছে কোনও দায় না আছে দায়িত্ব। তাই বুঝি ছেলে ভোলাতে মা পার্বতী আর বাবা বিশ্বম্ভর তাঁকে একটা ভারি মজার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। কেউ একটু কষ্ট করে তাঁকে কোনও নবদম্পতি বা সন্তানহীন দম্পতির দোরে রেখে এলেই ব্যস। একটু নিয়ম মেনে পুজো করতে হবে। এতে কী হবে? কার্তিক ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ করবেন আর তাহলেই কেল্লা ফতে। মায়ের কার্তিকের আশিসে বাড়িতে আসবে ফুটফুটে শিশু। মনুষ্যকুলে প্রায় গুরুত্বহীন এই দেবতাটির গুরুত্ব এতেই একলাফে বেড়ে গিয়ে একেবারে ছাদে। আসলে এ এক বহু পুরনো লোকাচার। মনে করা হয় বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনেরা নবদম্পতি বা সন্তান-প্রত্যাশী দম্পতির বাড়িতে যদি কার্তিকের মূর্তি ফেলে আসেন তাহলে সেই কার্তিক ভক্তিসহকারে পুজো করলে দেব সেনাপতি কার্তিকের বরে ফুটফুটে কার্তিক অর্থাৎ পুত্রসন্তান লাভ হয়। আর কোন মা-ই বা চান না তাঁর কার্তিকের মতো সুন্দর ছেলে হোক।

তাই অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে মায়ের সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে বা নারীজাতির মঙ্গলের সঙ্গে কার্তিক জুড়ে রয়েছেন। আবহমানকাল ধরে মায়েদের মনে সুপ্ত মাতৃত্বের ইচ্ছেকে তিনি পূরণ করে আসছেন। কথিত আছে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পুত্রীদের বিয়ে করেন কার্তিক। ব্রহ্মা ও সাবিত্রীর মেয়ে হলেন দেবী ষষ্ঠী। পুরাণ অনুযায়ী, কার্তিকের স্ত্রী হলেন এই দেবী ষষ্ঠী। সন্তানদের রক্ষা করা ও আগলে রাখাই দেবী ষষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য। আবার দেবী ষষ্ঠীর পুজো করলেও সন্তান লাভ হয়। সবটাই খুব সুন্দর একে অপরের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। সেই কারণেই এই বঙ্গে সন্তান লাভের বরপ্রাপ্তির একমাত্র পথ হলেন কার্তিক।

আবার সমাজ থেকে যাতে অন্যায় মুছে যায় তাই অনেকে কার্তিক পুজো করে। কারণ তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত অপশক্তির বিরুদ্ধে অন্যতম যোদ্ধা হিসাবে লড়াই করেছিলেন।

নানা নামে কার্তিক

অম্বিকেয়, কৃত্তিকাসুত, কুমার, দেব সেনাপতি, গৌরীসুত, শক্তিপানী— এমন বৈচিত্র্যময় নামের মালিক তিনি। অত্যন্ত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা তাঁর এবং তিনি চিরকুমার। তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শুধু সুপুরুষই নন মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধাও তিনি। তাঁকে ঘিরে রয়েছে নানা চমকপ্রদ পৌরাণিক কাহিনি। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র কার্তিক। তবে দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র হলেও ঋষিপত্নী কৃত্তিকা তাঁকে লালনপালন করেছিলেন আর তাই তাঁর নাম হয়েছিল কার্তিক। কথিত আছে, কার্তিকেয় বা কার্তিককে যুদ্ধের দেবতা ও দেব সেনাপতিও বলা হয়। তিনি আবার বিঘ্ননাশক গণেশের সহোদর।

তাঁর জন্মবৃত্তান্ত

পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায়, স্ত্রী সতীর দেহত্যাগে শিব অত্যন্ত শোকগ্রস্ত ছিলেন। এর বেশ কিছুকাল পরে জন্ম নিয়েছিলেন পার্বতী। দীর্ঘ ও জটিল পথ পেরিয়ে তাঁর সঙ্গে বিয়েও হয় দেবাদিদেবের। পরিণয়ের পর জগৎ সংসার ভুলে তাঁরা নিজেদের প্রেমেই মত্ত ছিলেন।

যার ফলে জগৎ সংসার বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এইরকম পরিস্থিতি দেখে দেবতারা অগ্নিদেবকে পাঠান পরিস্থিতি অনুকূল করতে। ঠিক হল তিনি শিবকে অনুরোধ করবেন পুত্রের জন্মদানের জন্য। অগ্নিদেব যখন পৌঁছলেন, তখন শিব পার্বতী কৈলাসের এক গুহায় বাস করছিলেন এবং নিজেদের নিয়ে নিমগ্ন ছিলেন। অগ্নিদেব হঠাৎ সেই গুহায় প্রবেশ করলে হরপার্বতীর প্রবল তেজের কারণে এক প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হয়। (এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
15 November, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়ের কার্তিক

(১৯ পাতার পর)

মহাদেব তা নিক্ষেপ করলেন অগ্নিকেই। কিন্তু হরপার্বতীর তেজ থেকে উৎপন্ন সেই গোলক অগ্নিদেবও আয়ত্ত করতে পারলেন না। ফলে মা গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি।

শেষে মা গঙ্গাও সামলাতে না পেরে সেই গোলক জঙ্গলের এক শরবনে ফেলে দেন। এবং সেখান থেকে এক সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর ছ'টি মুখ। এমন সময় ছয় কৃত্তিকা স্নান করতে এসে দেখলেন একটি শিশু পদ্মে শায়িত রয়েছে। তাঁরা শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পালন করতে লাগলেন নিজ সন্তানেরই মতো। ছ'টি মাথা নিয়ে ছয় কৃত্তিকার কাছ থেকে একসঙ্গে স্তন্যপান করেছিল সেই শিশুটি যার জন্য কার্তিকের আরেক নাম ষড়ানন। একটি মতে মানুষের ষড়রিপু দমন করবার জন্য কার্তিকের জন্ম হয় এমনটাও বলা হয়ে থাকে।

ছ'টি মাথা দিয়ে এই বীর যোদ্ধা কার্তিক ষড় রিপুকে (কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য) নিয়ন্ত্রণ করার বার্তা দেন। আসল মা-বাবার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েই বড় হয়ে উঠতে লাগলেন কার্তিক।

যত বড় হতে থাকলেন তত শাস্ত্রজ্ঞানী হয়ে উঠলেন কার্তিক। পরে অবশ্য দেবতাদের কাছে কার্তিক তাঁর বংশ পরিচয় জানতে পেরেছিলেন।

কার্তিকের রূপ

মৎস্য পুরাণ ও অগ্নি পুরাণে কার্তিকের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তিনি কখনও দুই হাত যুক্ত, কখনও ছয় ও বারো হাত বিশিষ্ট এবং এক ও ছয় মুখ বিশিষ্ট। মৎস্য পুরাণে আবার এও বলা আছে যে গ্রামে পুজো করতে হলে কার্তিক মূর্তি হবে দুই হাত বিশিষ্ট, শহরে চার হাত বিশিষ্ট এবং মহানগরীতে বারো হাত বিশিষ্ট হতে হবে।

এইসব হাতে শস্ত্র হিসেবে থাকবে শক্তি, পাশ, খড়্গ, শর, শূল, অভয়, ধনুক, পতাকা, মুষ্টি, তর্জনী, তাম্রচুর। তাঁর গায়ের রং হবে সোনা উত্তপ্ত করলে যে রং হয় তেমনি। গরুড় তাঁকে ময়ূর দিয়েছেন বাহন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

তিনি কেন দেব সেনাপতি

পুরাণে বর্ণিত আছে, কার্তিক ছিলেন মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা। তারকাসুরকে বধ করা দেবতাদের পক্ষে যখন সম্ভব হয়ে উঠছিল না ঠিক সেই সময়ে দৈব বলে প্রাপ্ত অজেয় শক্তির অধিকারী কার্তিক তারকাসুরকে নিধন করেছিলেন। সেই থেকে তিনি দেব সেনাপতি হিসেবে পূজিত হন। স্কন্দ পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে।

কার্তিক চিরকুমার না বিবাহিত

অনেকেই বলে থাকেন চিরকুমার কার্তিক তবে কথাটা নিয়ে মতভেদও রয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী, দেব সেনাপতি যখন তারকাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য দেবতাদের ফিরিয়ে দেন তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের কন্যা দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকের বিয়ে দেন দেবরাজ ইন্দ্র। তাই তিনি দেব সেনাপতি। এমনটাও বলা হয়ে থাকে।

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, দেবসেনা ছিলেন ব্রহ্মার মানসকন্যা। তিনি হলেন দেবী ষষ্ঠী। অর্থাৎ আরেক মতে, কার্তিকের স্ত্রী হলেন দেবী ষষ্ঠী। দেবী ষষ্ঠীর পুজো করলে সন্তান লাভ হয়। সেই থেকেই কার্তিক পুজোয় নিঃসন্তান বা নবদম্পতিদের বাড়িতে কার্তিক ফেলার চল বলে মনে করা হয়। এখানেই মতভেদের শেষ নয়।

কার্তিকের আরেক স্ত্রীর কথাও বলা হয়েছে— তিনি হলেন দক্ষিণ ভারতের উপজাতি নম্বিরাজের কন্যা বল্লী। মা-বাবার ওপরে অভিমান করে কৈলাস ত্যাগ করেছিলেন কার্তিক।

প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ি এলাকায় এসে বাস করতে শুরু করেন তিনি। সেখানকার উপজাতি মানুষরা কার্তিক এবং তাঁর স্ত্রীকে সাদরে গ্রহণ করেন। একদিন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন একলা কার্তিক, হঠাৎ পাহাড় কেটে শস্য পাহারারত এক কালো মেয়ের প্রেমে পড়েন কার্তিক। সেই প্রেম এতই গাঢ় তখন এক বৃদ্ধের ছদ্মবেশে গিয়ে নাম-পরিচয় জানতে চান কার্তিক। জানা যায়, যুবতী উপজাতি রাজা নম্বিরাজের কন্যা বল্লী।

এরপরই যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন। বৃদ্ধ বেশে কার্তিকের সেই প্রস্তাব পেয়ে রেগে আগুন বল্লী। বিপদ বুঝে কার্তিক স্মরণ করলেন বিঘ্ননাশকরী দাদা গণেশকে।

গণেশ ভাইয়ের কথায় এক মত্ত হাতির রূপ ধরে আটকে দাঁড়ালেন বল্লীর রাস্তা। মত্ত হাতির ভয়ে তিনি জড়িয়ে ধরলেন সেই বৃদ্ধকে। ভীষণ ভয়ে তার দু'চোখ বোজা। এবার বুদ্ধি করে কার্তিক বললেন এই মত্ত হাতিটাকে তাড়াতে পারলে বল্লী তাঁকে বিয়ে করবেন, নয়তো দু'জনেই মরবেন। প্রাণ বাঁচাতে সেই শর্তে রাজি হলেন বল্লী।

এরপরই চোখ খুলে দেখলেন বৃদ্ধের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রূপবান যুবক। রূপবান কার্তিকের অনিন্দ্যকান্তি রূপ দেখে মুগ্ধ তিনি। বিয়ের আপত্তির কথা ভুলে গেলেন। বিয়ে হল ধুমধাম করে।

বল্লীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন প্রেমময় ভাবে উপভোগ করার জন্য দক্ষিণ ভারতের ছ'টি জায়গায় ছ'টি শস্ত্রাগার নির্মাণ করেন কার্তিক। সেই শস্ত্রাগারগুলোকে আজ ভারতের সবচেয়ে পবিত্র কার্তিক মন্দির বলে মনে করা হয়। সেগুলো হল পালানি স্বামী মালাই, পাঁঝামুদির চোলাই, থিরুচেন্দুর, থিরুথানি এবং থিরুপ্পা রামকুমারাম। তামিলনাড়ুর রক্ষাকর্তা হিসেবে ও কার্তিককে মানেন ভক্তরা।

দরজায় কেন কার্তিক

সন্তান প্রত্যাশী বা নবদম্পতির দরজায় কার্তিক ফেলার পেছনের ইতিহাস। মহাভারতের কাহিনিতে কার্তিকের নাম স্কন্দ। তিনি যেই ছয় কৃত্তিকার দ্বারা লালিত-পালিত হন তাঁরা প্রত্যেকেই ঋষি পত্নী। কিন্তু ঋষিরা কার্তিককে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের ধারণা ছিল যে কৃত্তিকাদের অন্য পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ থাকাতেই কার্তিকের জন্ম হয়েছে। এই সন্দেহে তাঁরা কৃত্তিকাদের তাড়িয়ে দেন।

বিতাড়িত কৃত্তিকাদের মায়ের সম্মান দেন কার্তিক এবং নিজের পুজো প্রচারের কাজে লাগান।

প্রচারের কাজটা তিনি করেন একটু বাঁকা পথে। তিনি কৃত্তিকাদের বলেন যে, যে ছেলেমেয়েদের বয়স ষোলো পার হয়নি তাদের নানারকম অনিষ্ট করতে। সেইসঙ্গে নিজের অনুগত যেসব গন কিংবা অপদেবতা ছিল তাদের আদেশ দিলেন মহিলাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করতে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে সংসারের মানুষের পুত্র-কন্যা হারিয়ে হাহাকার রব উঠল। আর ঠিক তখনই প্রচারিত হল যে কার্তিকের পুজো করে তাঁকে তুষ্ট করলে সমস্ত বিঘ্ন নাশ হবে এবং অপুত্রক পুত্র পাবে।

তখন থেকেই সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল প্রার্থী মা ও পরিবারের কাছে পূজনীয় হয়ে উঠলেন কার্তিক। সন্তানের মঙ্গল প্রতিষ্ঠার দেবতা হিসেবে পরবর্তীকালে কার্তিকের মূর্তি গৃহস্থের দরজায় ফেলার প্রবণতা শুরু হল।

দরজায় ফেলা কার্তিককে পুজো না করে বিসর্জন দিলে বা উপেক্ষা করলে যদি সন্তান-সন্ততির ক্ষতি হয় সেই আশঙ্কা থেকেই কার্তিক পুজো করতেই হবে এমন ধারণার জন্ম।

ক্রমশ দেব সেনাপতি থেকে সন্তান-সন্ততিদের রক্ষাকারী দেবতা হয়ে ওঠেন কার্তিক। আবার স্ত্রী ষষ্ঠী দেবী ও শিশুদের রক্ষাকর্ত্রী। এমনটাই প্রচলিত বিশ্বাস সমাজে সংসারে। উত্তর ভারতে তিনি মহাসেন এবং কুমার হিসেবে পূজিত হন। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু রাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশ এবং শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাসে তিনি মরুগান নামে পূজিত হন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে কার্তিক পুজোর আধিক্য দেখা যায়। তামিল ভাষায় কার্তিক ঠাকুর মরগান বা ময়ূরীস্কন্দ স্বামী নামে এবং কন্নড় ও তেলুগু ভাষায় তিনি সুব্রহ্মণ্যম নামে পরিচিত। তামিল বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি অর্থাৎ মরগান তামিল দেশের রক্ষাকর্তা। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাংশে কার্তিকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত কথারাগম (সিংহলি ভাষায় কথারাগম দেবালয়) এই মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, কাটোয়া অঞ্চলের কার্তিক পুজো বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতের ষড়ানন কার্তিক অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। কিন্তু এই দেবতারই পুজো এই বঙ্গে কতকটা যেন ফিকে। শৌর্য-বীর্যের প্রতীক দেবতাদের সেনাপতি পৌরাণিক আখ্যানের নায়ক কার্তিক আজ জনপ্রিয়তায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে। হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কিছু অঞ্চল ছাড়া দেব সেনাপতিকে বেশ কিছুটা অবহেলিতই বলা যায়।

বাংলার ঘরে ঘরে কার্তিক ঠাকুর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান উৎপাদনের জন্য পালিত উপাচার মাত্র। এই সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে ময়ূরবাহন বিক্ষিপ্তভাবে বাংলায় পুজো পেলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের কার্তিক কিন্তু আজও খুবই জনপ্রিয় দেবতা।

এ-ছাড়া গণিকা সমাজেও কার্তিক পুজো খুব সমাদৃত। আজও বর্ধমানের কাটোয়ার যৌনপল্লিতে কার্তিকের আরাধনা করা হয়।

সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, সেখানকার উপেক্ষিত গণিকাদের কাছে কার্তিক ঠাকুর পৌরুষ ও বীরত্বের প্রতীক। তাই দেব সেনাপতির মধ্যেই তাঁরা বেঁচে থাকার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। অন্য আরেকটি মতে, বিবাহবঞ্চিতা এই নারীরা কার্তিকের মধ্যে তাঁদের কল্পিত জীবনসঙ্গীকে দেখতে পান। তবে এ-বিষয়ে আরেকটিও মত আছে। অতীতে জলপথ ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম।

নদীর তীরে হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসব অনুষ্ঠান পুজো, বিদেশি সওদাগরদের আনাগোনায় সেইসব জায়গায় জমজমাট থাকে। স্বাভাবিকভাবে বিদেশে সওদাগরদের মনোরঞ্জনের জন্য নদীর ধারের বন্দর। শুধু নদীতে জলপথে ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। নদীর তীরে হাট-বাজার ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসব-অনুষ্ঠান ও পুজোর জন্য হত বিদেশি সওদাগরদের আনাগোনা। স্বাভাবিকভাবে বিদেশি সওদাগরদের মনোরঞ্জনের জন্য নদীর ধারে গণিকাদের দেখা মিলত। এই বন্দরবাসী গণিকারা বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যে থেকে কার্তিককেই তাঁদের উপাস্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ অন্য দেবতাদের পুজো করার অধিকার তাঁদের ছিল না।

দেবতা হিসেবে কার্তিক কিন্তু বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোথাও তিনি স্বর্গের সেনাপতি, কোথাও বীর যোদ্ধা, কোথাও আবার সন্তান ধারণের প্রতীক। তবে, রূপ বিভিন্ন হলেও সন্তান উৎপাদনের দেবতা হিসেবেই কার্তিক আধুনিককালে তাঁর অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন।